www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ২১ আশ্বিন – ২৭ আশ্বিন, ১৪২৩ ঃ ৮ অক্টোবর – ১৪ অক্টোবর, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 50, 8 October - 14 October, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : লস্কর নেতা হাফিজ সঈদ হুমকির সুরে জবাব দিচ্ছে

ভারতের সার্জিকাল স্ট্রাইকের। এর থেকেই বোঝা যায় পাকিস্তান চালাচ্ছে কোন শক্তি। রাশিয়া, আমেরিকা, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা সহ বহু দেশ যখন সরে যাচ্ছে পাকিস্তানের পাশ থেকে তখনও আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে জঙ্গি সঙ্গ।

রবিবার : পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের আরও এক পালক

জুড়ে দিল পার্কস্ট্রিট কান্ডের পান্ডা ধরতে সফলতা। সাম্প্রতিক কালে পুলিশী তৎপরতায় বহু কেসের সমাধা হয়েছে। পুলিশকে গোয়েন্দা ও তদন্তের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক সক্রিয় দেখাচ্ছে।

সোমবার : পিপিলিকার যখন পাখনা গজায় তখন সে আগুনে ঝাঁপ

দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। পাকিস্তানের ঠিক সেই অবস্থা। ওদেশের জঙ্গিরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তারা পাকিস্তানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে। তাই উরির পরও শিক্ষা হয়নি। ফের হামলা বারামুলায়।

মঙ্গলবার : লজ্জার চরম সীমায় পৌঁছাচ্ছে বিসিসিআই। লোধা কমিশনের রায় মানতে সুপ্রিম

কোর্টের নির্দেশ অমান্য করায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা নজিরবিহীন।

বুধবার : আগামী ডিসেম্বর থেকে গ্যাসে ভর্তুকি পেতে আধার

বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্র। আধার কার্ড প্রদান নিয়ে কেন্দ্র–রাজ্য টানাপোড়েনে আটকে ছিল সিদ্ধান্ত। অবশেষে আধার চালুতে অনড় কেন্দ্র।

বৃহস্পতিবার : রাজস্থানে কালিমালিপ্ত হলেন দিল্লির

মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সম্প্রতি ভারত সরকারের কাছে স্ট্রাইক অপারেশনের প্রমাণ চেয়ে দেশবাসীর কাছে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছেন অরবিন্দ।

শুক্রবার : পঞ্চমীতেই জনজোয়ারে ভাসল কলকাতা।

যানজটে স্তব্ধ হয়ে গেল শহর। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে অষ্টমীর ভিড়। উত্তর থেকে দক্ষিণের সব পথ মানুষের দখলে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজনীতির নাগপাশে নিরাপত্তা

ওঁকার মিত্র

ভারতবর্ষ বিশ্বাসঘাতকদের দেশ। ইতিহাসে সিরাজ–ক্লাইভ যুদ্ধ পর্বে শুধুমাত্র

মুখের কালি হয়তো মুছে যাবে। দেশবিরোধিতার কালি কি আদৌ মুছবে?

মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক হিসাবে কুখ্যাত হয়ে গেলেও এদেশের মাটিতে বিশ্বাসঘাতকতার শিকড় গভীরে ব্যাপ্ত। কলহে লিপ্ত হিন্দু রাজাদের বিশ্বাসঘাতকতাতেই ভারতবর্ষ বারবার বিদেশি মুসলিম লুঠেরাদের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়েছে। অবশেষে স্থাপিত হয়েছে মুসলিম শাসন। আবার সেই বিশ্বাসঘাতকতার চরম আঘাতে মুসলিম শাসন আত্মসমর্পণ করেছে ইংরেজ যুদ্ধবাজদের কাছে। ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য উদ্বেলিত তখনও পিছু ছাড়েনি সেই বিশ্বাসঘাতকতা। কত শত বিপ্লবীকে স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকের ইশারায় প্রাণ দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। দেশভাগের পিছনে তখনকার ভারতীয় কম্যুনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা আজও ইতিহাসের পাতায় অশ্রুসজল সাক্ষ্য বহন করছে। পাকিস্তানের দাবিকে ন্যায্য অধিকার বলে গলা ফাটানো তখনকার বিশ্বাসঘাতক কম্যুনিস্টদের ছিন্নমূল বাঙালি কখনও ভুলতে পারবে না। এই বিশ্বাসঘাতকদের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে মহাত্মা গান্ধিকে। নেতাজি সুভাষের ঘোষিত স্বাধীনতা চাপা পড়ে গিয়েছে বিকৃত ইতিহাসে।

আজ অন্য মহাদেশ যখন তীব্র গতিতে উন্নয়নের শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন অতীতের গৌরব বিসর্জন দিয়ে ভারতবর্ষ দেশভাগ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, ধর্মীয় সন্ত্রাসের যন্ত্রণা নিয়ে প্রতিদিন কাতরাচ্ছে। দিন যায়, কাল যায় কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে বিশ্বাসঘাতকতার অবসান হয় না। ফুঁড়ে ওঠে এখানে ওখানে। যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ খোদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং রাহুল গান্ধি ঘনিষ্ঠ কংগ্রেসী সঞ্জয় নিরুপম। পাকিস্তানের মদতে জঙ্গি আক্রমণে জর্জরিত ভারতবাসী যখন মনে প্রাণে পাল্টা জবাব দেওয়ার দিন গুনছে তখন ভারতীয় জওয়ানদের সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে ভুয়ো আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন যোগাচ্ছেন কেজরিওয়াল ও সঞ্জয়ের মতো ভারতবাসী। খোদ নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অবিশ্বাস যে কোনও দেশের ভিতকে দুর্বল করে দেয়। এইসব বিশ্বাসঘাতক রাজনীতিকরা তাই করতে উদ্যত।

অরবিন্দ ও সঞ্জয়ের এই অবিশ্বাসের উৎসাহদাতা কারা তা বোঝা গেল দুদিন পরে। রাহুল গান্ধি, শরদ পাওয়ার ও তাদের পরিষদরা মুখ খোলার পরে। একদিকে যখন রাজস্থানে অরবিন্দ দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কালিমালিপ্ত হচ্ছেন, চ্যানেলে চ্যানেলে সঞ্জয়রা তিরস্কৃত হচ্ছেন তখন রাহুল গান্ধি জওয়ানদের আত্মত্যাগকে কালিমালিপ্ত করছেন তাঁর বক্তৃতায়। বলছেন, শাসক দল জওয়ানদের রক্ত নিয়ে দালালি করছে। বিরোধী রাজনীতিকদের ভয় পাকিস্তানকে চরম শিক্ষা দিয়ে হিরো বনে যাওয়া নরেন্দ্র মোদি এদের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিচ্ছেন। সামনে উত্তরপ্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনে ফের বিজেপি বাজিমাৎ করবে এই আশঙ্কায় দেশের নিরাপত্তাও এদের কাছে গৌণ হয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় রাজনীতিকদের ক্রেডিবিলিটি ক্রমশই কমছে। এতদিন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান, উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি দেখেছি আমরা। এখন দেশের নিরাপত্তাও রাজনীতির পণ্য হয়ে উঠেছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানও সমালোচনার উর্দ্ধে উঠতে পারছে না। এর কারণ ভারতীয় রাজনীতিকদের জাতীয়তাবোধকে ভোঁতা করে দিচ্ছে দলীয় রাজনীতির হিসাব নিকাশ। বড় হয়ে উঠছে ধর্মীয় ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি। অথচ ভারতবাসী এখন রাজনীতি নয়, চায় জঙ্গি দমন। এই সহজ সত্যটা বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলছেন রাহুলরা। এদের নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্র আগামী দিনে মুখ থুবড়ে পড়বে কিনা তা নিয়েই আশঙ্কিত ভারতবাসী।

নতুন থানা পেট্রাপোল

টাকিতে বিসর্জনে বিধিনিষেধ বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন শারদোৎসবকে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করার জন্যে, ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধের ক্ষেত্রে কড়া নজরদারি সহ গোটা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় আইন–শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গত ২৯ সেপ্টেম্বর হুগলির চুঁচুড়ায় নির্মল বাংলা মিশনের এক অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন পেট্রাপোল থানার উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক অন্তরা আচার্য, জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি রেহানা খাতুন প্রমুখ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যযোগ্য, প্রায় বছর চারেক আগে ঈদ–উল ফিতর ও শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে দেগঙ্গা, বসিরহাট এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিয়েছিল। সেবছর থেকেই টাকিতে বিসর্জনে এপার বাংলা ওপার বাংলার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সীমারেখা টানা হয়। সেই সীমারেখা এবারের বিসর্জনের ক্ষেত্রেও বহাল থাকবে বলে জানালেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) আনন্দ রায়। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের অন্তর্গত তিনটি মহকুমা বারাসত, বনগাঁ ও বসিরহাট। আনন্দবাবু এস্ট্যাবলিশমেন্ট ছাড়াও ডিআইবি, ডিইবি–র পাশাপাশি বসিরহাট মহকুমা দেখভালের দায়িত্বে আছেন। জুলাস মাসের মাঝামাঝি তিনি বীরভূম থেকে এই জেলায় এসেছেন। ২০১১তে তিনি আইপিএস পদে উন্নীত হন। এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, টাকিতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরের মতো এবারেও পার্টিশন থাকছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বসিরহাটে সমস্ত রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ক্লাবসংগঠন ও আখড়াগুলির প্রতিনিধি সহ সরকারি অফিসারদের নিয়ে একাধিক সমন্বয় মিটিং করা হয়েছে। নতুন জেলায় এসে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা, এর উত্তরে বলেন, 'পুলিশিং–এর ক্ষেত্রে সব জেলাই সমান। স্থানীয় পরিস্থিতি কিছু আলাদা থাকলেও, কোর পুলিশিং সবখানেই এক।'

দুই ২৪ পরগনা

উৎসবের মাঝে জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় প্রশাসন

কুনাল মালিক ও কল্যাণ রায়চৌধুরী

মায়ের আগমনী সুর এখন পূর্ণতা পেয়েছে। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ ছাপিয়ে এখন বারুদের গন্ধ। উৎসবের মাঝেও যুদ্ধের দামামা ভারতবাসীকে মাঝে মধ্যে বিচলিত করছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর সীমান্তে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা বদলা নিতে নতুন করে অস্ত্রে শান দিচ্ছে। ভারতও প্রতিরোধ করার জন্য সবদিক দিয়ে প্রস্তুত।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বেশ কিছু অঞ্চল দিয়ে পুজোর মরশুমে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। এবং কলকাতা সহ রাজ্যের যে কোনও স্থানে নাশকতা ঘটাতে পারে জঙ্গিরা। সূত্রের খবর সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলোতে আত্মীয় সেজে অনেক জেহাদি মৌলবাদী জঙ্গি আশ্রয় নিচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পুলিশ ও বিএসএফ এখন যৌথ টহলদারি শুরু করেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, হেমনগর, বনগাঁ, গাইঘাটা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, নামখানা এলাকায় স্থল ও জল পথে জেলা পুলিশ ও বিএসএফ নজরদারী বাড়িয়েছে। এবার কলকাতার পাশাপাশি মফঃস্বলের পুজো মন্ডপ লাগোয়া অঞ্চলেও পুলিশের পক্ষ থেকে ওয়াচ টাওয়ার করা হয়েছে। নদী তীরবর্তী কোস্টাল থানাগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইতিমধ্যেই যোগাযোগ রেখে চলেছে।

একদিকে যখন ভারত–পাকিস্তান সীমান্ত অগ্নিগর্ভ, অন্যদিকে তখন দেশব্যাপী শারদোৎসবের ব্যস্ততা তুঙ্গে। সম্প্রতি উরি হামলা দিয়ে এই সমস্যার সূত্রপাত হলেও কার্যত সমগ্র দেশকে এক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে পাকিস্তানের এই হানা। যার প্রভাব পড়েছে ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই। দুর্গাপুজোর একেবারে প্রাক্কালে এই সমস্যা সমগ্র দেশবাসীর মনেই এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সকলের মনেই ভয়, যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব, কখন না জানি বাস্তবিক যুদ্ধে পরিণত হয়। তবে যুদ্ধের চেয়ে বেশি ভয় জঙ্গি হামলার আশঙ্কার বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের অনুমান। আর এই আশঙ্কার জেরে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ তটস্থ। কারণ এই শারদোৎসব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গেই বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে, তখন দেবী দুর্গার বোধন সাঙ্গ হলেও মূল পুজো বাকি। তবু ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যকেই প্রায় পুলিশি নিরাপত্তার মোড়কে মুড়ে ফেলা হয়েছে। কারণ পশ্চিমবাংলার সীমান্ত ঘেঁষে রয়েছে আর এক ইসলামিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। আর এই বাংলাদেশের একেবারে লাগোয়া জেলাগুলি হল উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ। এগুলির মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গোয়েন্দাসূত্রের অভিমত। কারণ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার প্রায় এক হাজার কিমি সীমান্ত এলাকায় কোনও কাঁটা তারের বেড়া নেই। একারণে এই জেলার হাসনাবাদ, বসিরহাট, স্বরূপনগর, বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা থানা এলাকায় অধিকাংশ জায়গাই জঙ্গি অনুপ্রবেশকারীদের কাছে 'ওপেন করিডোর' হিসেবে চিহ্নিত। বিজয়া দশমীর পরদিনই আবার মহরম। ফলে এই দুই সাম্প্রদায়িক উৎসবকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গিরা রাজ্যের অভ্যন্তরে নাশকতার চেষ্টা করতে পারে। বাঁধাতে পারে সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলাও বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের আশঙ্কা। তাদের এই আশঙ্কাকে মান্যতা দিয়েই উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাসহ সীমান্তবর্তী অন্যান্য জেলার বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট) গুলিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সহ উৎসবকে নির্বিঘ্ন করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ জারি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ প্রশাসন সীমান্তবর্তী এলাকাসহ গোটা জেলা ঘুরে কঠোর পদক্ষেপ জারি করেছে বলে জানালেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান, বনগাঁর নবগঠিত থানা পেট্রাপোলও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পদক্ষেপ শুরু করেছে।

বনগাঁর এসডিপিও অনিল রায় জানান বনগাঁয় প্রায় ৩৪টি দুর্গাপুজো হয়। যার মধ্যে প্রায় ১০টি পুজো বড় বাজেটের। দত্তপুকুর থানার আইসি বিশ্বজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তার এলাকায় মোট পুজো প্রায় ১২০টি। তারমধ্যে বড় বাজেটের পুজো আটটি ও বাড়ির পুজো চারটে। এলাকায় মুসলিমের সংখ্যা প্রায় ৫৫ শতাংশ। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কোনও পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নিয়মিত যা ব্যবস্থা থাকে তাই আছে। হাবড়াতে মুসলিমের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তবে আইনশৃঙ্খলারক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশি ব্যবস্থার কোনও খামতি নেই বলে জানান আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার সদর শহর বারাসত থানার এলাকা প্রায় ৩৪ বর্গ কিমি হলেও জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক। মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কোনও সমস্যা নেই বলে জানালেন আইসি জয়প্রকাশ পান্ডে। তবে সার্বিকভাবে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার আইনশৃঙ্খলা, সহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও অনুপ্রবেশ বন্ধ সহ উৎসব নির্বিঘ্ন করার জন্যে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সুপারের দাবি। এসত্ত্বেও উৎসব চলাকালীন জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নিয়ে জনমানসে একটা চাপা আতঙ্ক কাজ করছে বলে সাধারণ মানুষের একাংশ মনে করছে।

সমাজের চালচিত্র আঁকতে হবে সংবাদ মাধ্যমকেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর বার্তা ও নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সম্পাদক তরুণ ভূষণ গুহ প্রয়াত হয়েছেন ২০১০ সালের ৫ অক্টোবর। প্রতি বছরের মতো এবারও তাঁর প্রয়াণ দিবসে তরুণ ভূষণ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় তপন থিয়েটারের সেমিনার হলে বিকাল ৫টায়। এবারের বিষয় ছিল 'সমাজ গঠনে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা'। মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত। অতিথিরূপে সভা উজ্জ্বল করেন রাজ্যের বর্তমান বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও সমাজসেবী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শুরু হয় নীরবতা পালনের মাধ্যমে। বক্তব্য রাখেন আইনজীবী তথা নাট্য ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণ চন্দ্র দে, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক ও কবি জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। প্রত্যেকেই তরুণবাবুর সাংগঠনিক দক্ষতা ও নির্ভীক সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। প্রণববাবু বলেন সাংবাদিকতাকে কিভাবে সমাজসেবার হাতিয়ার করে তুলতে হয় আলিপুর বার্তার মাধ্যমে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন তরুণবাবু। অতিথিদের সঙ্গে বরণ করে নেওয়া হয় সুখরঞ্জন বাবুকেও।

সভার পরিচালক আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী এরপর মূল বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানান সুখরঞ্জন বাবুকে। সুখরঞ্জনবাবু তাঁর দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা জীবন ও রাজনীতিকদের খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন কিভাবে সমাজের চালচিত্র সংবাদমাধ্যমকে আঁকতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে সংবাদ মাধ্যমের উপর। ফলে সমাজের ভালমন্দ নিয়ন্ত্রণ করার দায় সংবাদমাধ্যম অস্বীকার করতে পারে না। সংবাদ মাধ্যমের সব সময় খেয়াল রাখা উচিত তার পাঠক যেন বিপথে চালিত না হয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নির্ভর বক্তব্য উপস্থিত বিদগ্ধ শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

উল্লেখ্য ওই দিন সকালে সামালির বিবেক নিকেতন আশ্রমের সমস্ত আবাসিক ও কর্মীদের উপস্থিতিতে বিবেকানন্দ মন্দিরে তরুণবাবুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দেবীদের হাতেই বোধন থেকে বিসর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : সময়ের স্রোতে এখন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে যার মতো ছুটছে। রোজকার সেই লড়াই, টেনশন আর টানাপোড়েনের মাঝে আশ্বিনের পেঁজা তুলোর মতো আকাশ। চারিদিকে পুজো পুজো গন্ধ। তারই মাঝে বাঙালি চারদিন যেন খুঁজে নেয় নতুন করে বাঁচার মন্ত্র। আর পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নেয় শারদীয়ার অনাবিল আনন্দ। এই উৎসবের ক্ষেত্রে একটা ভিন্ন মাত্রা জুড়ে দেয় প্রমীলা বাহিনীর দুর্গাপুজো। হাজার কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও চুঁচুড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে অন্তার বাগানের সম্পন্ন মহিলা দ্বারা দুর্গাপুজো হয়। এলাকার ৪০টি পরিবারের মহিলারা একজোট হয়ে পুজোর আয়োজনে নামায় তাঁদের পুজো সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এই পুজো সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাইলে পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা রীতা চক্রবর্তী জানালেন, তাঁদের পুজো এবারে ১৪ বছরে পা রাখছে। ২০০৩ সালে 'উপাসনা' সংস্থা নামকরণ করা হয়েছে। প্রথমে পুজো কমিটি গড়ে আয়োজনের রূপরেখা ঠিক করে ফেলা হয়। তারপর ঠাকুর বায়না করা। চাঁদা সংগ্রহ, বিজ্ঞাপন জোগাড়, পুজোর আয়োজন, খাওয়া–দাওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। সপ্তমীর দিন গঙ্গায় কলাবউ স্নান করিয়ে যাওয়ার সময় এখানকার মহিলারা একই রকমের শাড়ি পড়ে ব্যানার সহ ঢাক বাজিয়ে যায়। চতুর্থীতে চুঁচুড়া অন্তার বাগানের বয়স্ক নাগরিকরা পুজো উদ্বোধন করেন।

এখানে পঞ্চমীতে স্থানীয় শিল্পীরা গান, কবিতা, যন্ত্রসংগীতে মাতিয়ে রাখেন এলাকার ছেলেমেয়ে বউয়েরাই। ছোট্ট শিশু শিল্পী হৃদান চক্রবর্তী আবৃত্তি করে সকল দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়।

এবারে পুজো কমিটিতে সম্পাদিকা চৈতালি স্বর্ণকার ঈশিতা দত্ত রয়েছেন। সভানেত্রী অর্চনা দত্ত। এই পুজো ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বামফ্রন্টের প্রাক্তন সাংসদ অনিল বসুর বাড়ি। তাঁর স্ত্রী সবিতা বসু এই এলাকার কমিটির সহ সভানেত্রী পদে আছেন। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্যুইজ, গানের লড়াই, বল থ্রো, মিউজিক্যাল চেয়ার প্রভৃতি প্রতিযোগিতা থাকে। ষষ্ঠীতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় গরিব মানুষরা যাতে নতুন জামাকাপড় পরে পুজোয় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন সেজন্য এখানে দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্রবিতরণ হয়। অঙ্কন শিল্পী কনক মুখোপাধ্যায় যিনি স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ছাত্র তিনিও উপস্থিত থাকেন। এখানে বাজেট প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার। সপ্তমী থেকে দশমী এলাকার বাসিন্দাদের জন্য থাকছে খাওয়াদাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। পঞ্চমীর দিন ঠাকুর আসার পর থেকেই উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে যায়। এখন রীতিমতো সাজ সাজ রব, প্রতীক্ষা শুধু দেবীপক্ষের সূচনার।

ছুটি

শারদোৎসবে অনুষ্ঠিত দুর্গা পুজো, মহরম ও লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত দফতরে ছুটি থাকায় আগামী ১৫ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পুনরায় ২২ অক্টোবর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে আলিপুর বার্তা।

আলিপুর বার্তার সমস্ত পাঠক–পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শারদোৎসবের শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।

পোর্টফোলিও গড়ে তুলুন এখন থেকেই

কারেকশন হলেও বিপদ নেই বাজারে

অভিজিৎ চক্রবর্তী

গত সপ্তাহেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল বাজার যেন একটা কারেকশন বা সংশোধনীর অপেক্ষায় রয়েছে। বাজার ঝটিকা সফরে বেশ নিচে চলেও এল। এখনকার পরিস্থিতি বিচারে নিফটির এভাবে ২০০–২৫০ পয়েন্ট নিচে আসা তো মোটেই চাট্টিখানি কথা নয়। গ্রেট ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরে বাজার এমনই এক 'রিঅ্যাকশন' দেখিয়েছিল। নিফটির পতন ঘটেছিল প্রায় হাজার তিনেক পয়েন্ট। অবশ্য সেদিনই দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাজার ঘুরে গিয়েছিল। অর্থাৎ কারেকশন 'সাবডিউ' বা অপেক্ষমান থেকে গিয়েছিল। ভাবুন তো একটা বাজার এবং তার দুই গুরুত্বপূর্ণ সূচকদ্বয় গত ফেব্রুয়ারি মাসের নিম্নতল থেকে বিগত ৬–৭ মাস টানা বেড়েই গিয়েছেন। এমনভাবে মার্কেটের উত্থান ঘটেছে যে চার্ট দেখলে মনে হবে মাঝের ফেব্রুয়ারি মাসটা ব্যতিক্রম। কারণ তার আগে পরের দু–তিন মাসের দিকে তাকালে পরিস্কার বাজারের উচ্চমান অব্যাহত। এমনকি নিফটির বিচরণক্ষেত্রের অ্যাভারেজ বা গড়ও দাঁড়াচ্ছে সেই ৮৫০০। মানে নিফটি কিছুতেই এর থেকে নিচে নামতে চাইবে না।

এবার সপ্তাহের শুরুতেই বাজার যে পতন পরিলক্ষিত করল তা আগের মতো বিদেশি উপাদানের হাত ধরে হয়নি। কারণ এই পতন সম্পূর্ণ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে। একটা ইতিবাচক দিকও আছে এবারের এই ঘটনায়। তা হল দীর্ঘদিন ধরে তিতিবিরক্ত করে আসা পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে ভারত সরকারের পদক্ষেপ মোটের ওপর সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এই দেশে বিদেশি লগ্নিকারীরা নিজেদের পুঁজি তুলে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের কেনা আরও বাড়িয়েছে। সেটা চোখে পড়েছে যুদ্ধের দামামা যেদিন বেজে উঠেছিল সেদিনই। বাজার বা সূচকের পতন হলেও বিদেশিদের কেনার বহর ছিল সেদিন ব্যাপকমাত্রার। এদের সঙ্গে সঙ্গত করে ভারতীয় সাহেব বা ডোমেস্টিকরাও ভালো পরিমাণে কেনাকাটা করেছে সেদিন। সবদিক থেকেই আবহ বলে দিচ্ছে এই মুহূর্তে বিরাট কিছু অঘটন না ঘটলে বিদেশিরা ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বারংবার। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশি ইনভেস্টররাও টাকা ঢালছেন এখানে। এতকিছু ইতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যে খালি বেতাল বা বেখাপ্পা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওই যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা। এর সঙ্গে মার্কেটে কিছু গুজবও ছড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই দিকটা ট্রেডারদের ভালোভাবে নজর দিতে হবে। তাও এই যুদ্ধং দেহী আবহাওয়া মাঝেমধ্যেই আপনার–আমার চেনা কোনও শেয়ার যদি ঝটকা মেরে নিচে নামে তা হলে কালবিলম্ব না করে অবশ্যই ধরবেন। হ্যাঁ, ধরার পরিমাণটা আয়ত্তের মধ্যে থাকে যেন। মানে নিজের পুঁজির মধ্যে ঘোরাফেরা করবেন। কখনই অনেক নিচে পাচ্ছেন বলে বাড়তি উৎসাহ দেখিয়ে এক্সপোজার নিয়ে কিনতে যাবেন না। পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে পারে। তবে নিজের পুঁজির মধ্যে বাজারের অস্থিরতার সুযোগে ভালো কোম্পানির শেয়ার সুলভ মুল্যে এলে কিনবেন। হয়তো

অর্থনীতি

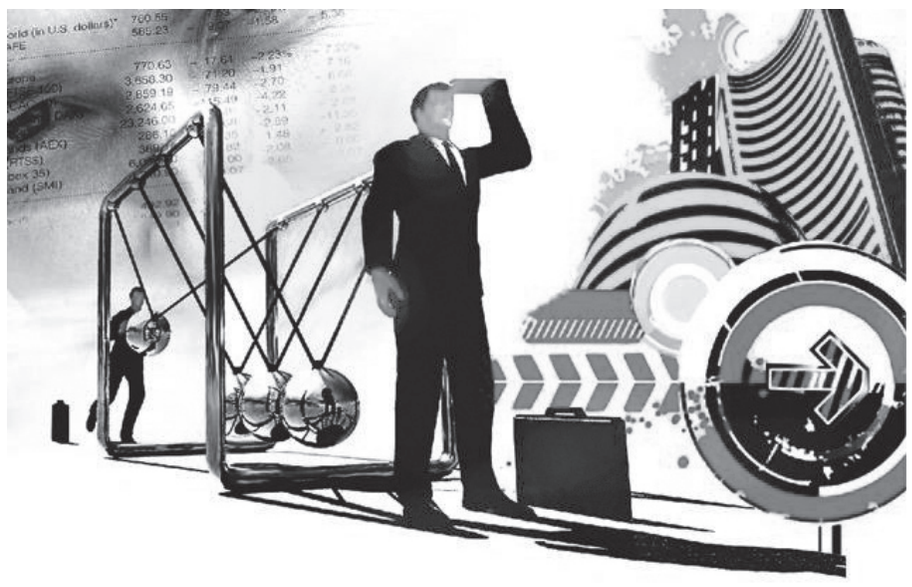

খুব বেশি অপেক্ষাও করতে হবে না। চট করে পেয়ে যাবেন ভালো রিটার্ন। তাই তক্কে তক্কে থাকতে হবে এই সময়। পারলে কিছুটা হাত খালিও রাখতে পারেন। নিচে পেলে কিনে ওপরে বেরিয়ে আবার পরের দিনের অপেক্ষা। এইভাবে কাটাতে হবে এই আপৎকালীন সময়। হয়তো খুব একটা গোল বাধবে না আর। সারা বিশ্ব ভারতের পাশে থাকায় হয়তো পাকিস্তানের পক্ষে বিশাল কিছু করা সম্ভব হবে না। তাও 'সাবধানের মার নেই' এই আপ্তবাক্য মাথায় রেখে এগোতে হবে। নচেৎ আরও একটি প্রাচীন প্রবাদ 'অতি–চালাকের গলায় দড়ি' ঘটতেও বিলম্ব হবে না।

এই সবের পাশাপাশি এখন বাজার আলোকপাত করছে আরও একটি সন্ধিক্ষণের ওপর। সেটি হল রঘুরাম রাজনের পরিবর্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর উর্জিত প্যাটেল কি পদক্ষেপ নেন। কারণ টিম রঘুরাম রাজনের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং তার সংস্কার প্রক্রিয়ার দিকে নজর ছিল বিদেশি লগ্নিকারীদের। রাজনের উত্তরসূরি প্যাটেল কতটা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন আর কতটাই সরকার দ্বারা প্রভাবিত হবেন সেই দিকটাও রয়েছে। এছাড়াও বাজার এই মুহূর্তে তাকিয়ে সুদের হার ফের কমবে কিনা সেই দিকে। এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে সুদের হার কমানোর জমি থাকলেও আপাতত হয়তো সেই রাস্তায় নাও হাঁটতে পারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কারণ মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারটা তাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে। আবার এটাও ঠিক সরকারের অনুকূলে চলতে গিয়ে অন্যরকম পদক্ষেপ করতেও পারেন প্যাটেল। বাজার সুদের হার কমলে হয়তো আরও ওপরে যাবে। তবে সুদ যদি না কমে তবে খুব একটা নিচে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই অভিমত অনেক বিশেষজ্ঞের।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ক্রম উত্থানের পিছনে বেশ কয়েকটা শক্তিশালী যুক্তি বা কারণ রয়েছে। বর্ষা নিয়ে গত দুবছর যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তাও দূর হওয়ার দিকে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, এল নিনোর উপস্থিতি, বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো জটিল কারণের দ্বারা অনেকবার রুদ্ধ হয়েছে স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিধি। পরে অনেকসময়ই দেখা গিয়েছে বৃষ্টির প্রাবল্য এসে এই আপাত সঙ্কট দূর করেছে। গতবার মাঝপথে বর্ষা খানিকটা চালিয়ে খেলে বৃষ্টির অপ্রতুলতা কিছুটা দূর করেছিল। এবার কিন্তু প্রথম থেকেই বর্ষার গতিপক্ষ ভালো। যা আশ্বস্ত করছে ট্রেডারদের। এও হতে পারে বর্ষার ঘাটতি দূর হওয়ার কারণেই নিফটি–সেনসেক্স ব্যাপকভাবে বাড়ছে। এর সঙ্গে জিএসটি পাশ হওয়াটাও যথেষ্ট সুবিধেজনক অবস্থার সঞ্চার ঘটিয়েছে। সব মিলিয়ে পাক টেনশন বাদ দিলে এমন এক শক্তি অর্জন করছে ভারতের বাজার যা দীর্ঘস্থায়ী বুল মার্কেটের সন্ধান দিচ্ছে। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার মতো শেয়ার বিশেষজ্ঞ তো অনেক আগেই নিফটি এবং সেনসেক্সের একটা বড় লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে রেখেছেন। আবার এর সঙ্গে জাপানের মতো দীর্ঘদিন ব্যাপী তেজি বাজারের গল্পও আছে। এই সব যদি সাকার হয়ে ওঠে, দেশের সার্বিক গ্রোথ ঠিকঠাক থাকে এবং সর্বোপরি পাকিস্তানের মতো শত্রুদেশ ভারতীয় কূটনীতিতে একঘরে হয়ে থাকে তবে সেদিন বেশি দূরে নেই যখন বাজার রকেটের গতি লাভ করবে। তাই এখন থেকেই নিজের ডিপি বা শেয়ার পোর্টফোলিও সাজিয়ে রাখতে হবে অন্তত ৩–৫ বছরের লগ্নির কথা মাথায় রেখে।

এর মধ্যে ব্যাঙ্ক, হোম ফিনান্স বা নন ব্যাঙ্কিং সংস্থা, গাড়ি। টেকনোলজি, ওষুধ এবং অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের বৈচিত্র রাখতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু মেটাল স্টকও অ্যাড করতে হবে। সব মিলিয়ে ভাঁড়ার একেবারে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে আগামী দিনের বড় প্রাপ্তির অপেক্ষায়। একে পোশাকি নামে বলা চলে ব্যালেন্সড পোর্টফোলিও। অর্থাৎ এমন সব শেয়ারের সমাহার যা সবদিক থেকে সবরকম পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝতে পারে। শেয়ার বাছাই করা বা ভালো শেয়ারের অনুসন্ধান এই জন্যই করা হয়ে থাকে। এমনিতে শেয়ার নিয়ে তত্ত্বতলাশ করলে নানা সেক্টরের সেরাদের সন্ধান ঠিক পেয়ে যাবেন। আগামী দিনের হিরোদের তালিকাও পাওয়া যায় বিশেষজ্ঞদের দূরদর্শী বিশ্লেষণে। এটা মনে রাখা দরকার যে শেয়ার বাজারে একটানা কোনও কোম্পানি আধিপত্য ধরে রাখতে পারে না (ইনফোসিস, আইটিসি'র মতো শেয়ার ব্যতীত)। মানে এখানে কেউ লাগাতার হিরো ইমেজ ধরে রাখতে পারে না। যতদিন কোম্পানি ভালো মুনাফা তুলতে পারছে সব ঠিক হ্যায়। যেই সংস্থার কাজকর্মে একটু এদিক–ওদিক হল ব্যাস সব শেষ। তাই যে সংস্থায় লগ্নি করছেন তার আপডেট থাকাটা জরুরি। তাছাড়া কখন কোন শেয়ার চলবে তা আগে থেকে বলা যায় না। তাই ভালো শেয়ার অপেক্ষাকৃত কম দামে থাকলে অবশ্যই তা কিনে নিতে হবে। পরে মোমেন্টামের পিছনে ছোটার থেকে অপেক্ষা করা অনেক ভালো।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ অক্টোবর – ১৪ অক্টোবর, ২০১৬

মেষ : গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ লক্ষিত হয়। নূতন কোন ব্যবসায় হাত না দেওয়াই ভালো, লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছি। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সাবধান থাকবেন।

বৃষ : কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে না চললে ক্ষতি হতে পারে, বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন, মনের কথা অন্য কাউকে না বলাই ভালো। হিতে বিপরীত হতে পারে। পড়াশুনায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : আত্মীয়দের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেকা দিলেও ক্ষতি হবে না। জলপথে ভ্রমণে যাবেন না।

কর্কট : সময়টি আপনার পক্ষে শুভ। স্নেহ–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। লেখা পড়ায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে নানান সমস্যা আসবে, তথাপি আপনি শুভ ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

সিংহ : গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। চুরি বা প্রতারনার দ্বারা ক্ষতির যোগ, আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা, কোন শুভ কাজে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা পাবেন। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ আছে।

কন্যা : অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। অসামাজিক কাজে অগ্রসর হবে না। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। কর্মস্থলে কিছু না কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে। ব্যবসায় উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগ আসবে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম বজায় রেখে চলতে পারবেন। গৃহ ভূমি ও জমি জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় ভাল হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবে না পড়াশুনায় মিশ্রফল পাবেন।

বৃশ্চিক : আপনার সৎ চিন্তাধারার জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। সদ গুরুলাভ ও সুন্দর চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটবে। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

ধনু : মনের দৃঢ়তা ও একাগ্রতার জন্য উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। রক্ত চাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে। সতর্ক হওয়া দরকার, লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ও আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবে না। দূর ভ্রমণ যোগ।

মকর : পায়ে চোট আঘাত লেগে রক্তপাত হতে পারে। সন্তানের উন্নতিতে আনন্দ পাবেন প্রেম–প্রীতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় কিছুটা বাধা আসবে। কিন্তু ভেঙে পড়বেন না। মনের জোরে চলুন।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সন্তান বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। নূতন বন্ধুলাভ এবং বন্ধুর সাহায্যে লাভবান হবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

মীন : শরীর নিয়ে এখনও কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল আশা করা যায়। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ঘটতে পারে। আপনার সঙ্গে ঠাণ্ডা খাবার হিতকর হবে। ভ্রমণে যোগ।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

উমাপদ পুরকাইত

সভাপতি

ডায়মন্ড হারবার–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

শারদীয় উৎসবে সকলকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

মনমোহিনী বিশ্বাস

পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ

ডায়মন্ড হারবার–১ পঞ্চায়েত সমিতি

NOTICE

Pather Sathi at Kulpi under Diamond Harbour Sub-Division is to be leased out. This is the 2nd call for Expression of Interest. Sealed Applications are invited from the reputed Hoteliers / Hotel Management Professional in prescribe format within 27.10.2016 upto 2.00 P.M. Details available at the Notice Board of the under signed. Ref. Memo No. 356 dt-29.09.2016

Sd/-
Sub-Divisional Officer,
Diamond Harbour,
South 24 Parganas

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

পুজোয় আদর্শ ট্যাক্সি

বাপি লাল দে, হাওড়া : রাজ্যের সাধারণ দর্শনার্থীদের কথা চিন্তা করে বেঙ্গল ট্যাক্সি সংগঠনের (বিটিএস) পক্ষ থেকে বেশ কিছু সুবিধাসহ ট্যাক্সি বাজারে ছাড়তে চলেছে। যার নাম রাখা হয়েছে আদর্শ ট্যাক্সি। দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত চলবে এই সুবিধা বলে জানান বেঙ্গল ট্যাক্সি সংগঠনের সদস্যরা। ট্যাক্সি বুকিংয়ের সময় পুরো পেমেন্ট করে দেওয়ার পরেই পাওয়া যাবে এই সুবিধা। রাজ্যে বেড়ে চলা বিভিন্ন উন্নতমানের যানবাহনের দাপটে হলুদ ট্যাক্সির অবস্থা এখন তলানিতে এবং ভাড়ার প্রায় শূন্য যা এককথায় অস্বীকার করেন সংগঠনের নেতারা। তাই এই অভিনব আয়োজন বলে জানান ট্যাক্সি সংগঠনের নেতারা। এমন কি সমস্ত প্রধান নাগরিক এবং বিকলাঙ্গরা এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবার জন্যে প্রথমেই পুরো টাকা পেমেন্ট করবেন তারা পাবেন খবরের কাগজ, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধাসহ পেমেন্ট করা পুরো টাকার ওপরে ১০ শতাংশ ছাড়ের সুবিধা বলে জানা যায় ট্যাক্সি সংগঠনের পক্ষ থেকে।

নতুন বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : সম্প্রতি বাসন্তীর মৎস্যজীবী গ্রাম পুরন্দরের প্রায় ২০০ জন নারী, পুরুষ, কিশোর, কিশোরীদের মধ্যে শাড়ি, ধুতি, সালোয়ার কামিজ, নাইটি, বাচ্চাদের জন্য প্যান্ট, টিশার্ট, লুঙ্গি–র সঙ্গে একটা থালিসহ নাড়ু বিতরণ করলো উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আনন্দ আশ্রম সেবা সমিতি। সকলকে এরা লজেন্স দিয়ে আপ্যায়ন করেন। সংস্থার সম্পাদক জানালেন এটা কোনও বিদেশি বা অন্য সংস্থার নিকট থেকে প্রাপ্ত সাহায্যে নয়, সম্পূর্ণরূপে সমিতির সদস্যদের চাঁদায় আমরা দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের, কন্যার বিবাহে অর্থদান, অন্নদান শিবির, অসুস্থদের চিকিৎসায় সাহায্য করি। ধারাবাহিক বস্ত্রদান করে আসছি গত ৫ বছর ধরে। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন স্থানীয় শিক্ষক লেখক প্রভুদান হালদার, অরুণ বোস (প্রাক্তন কলেজ কর্মী)।

বরাহনগর দক্ষিণেশ্বরেও থিমের রমরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বরাহনগরের উল্লেখযোগ্য দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে একটি পুজো হল বরাহনগর নেতাজি কলোনি লোল্যান্ড সার্বজনীন দুর্গা পুজো। এই পুজোতে এবারে শিল্পীর ভাবনা রূপায়ণে স্থান পেয়েছে জগন্নাথ ধামে মা দুর্গা। দরিদ্র গরিব নাগরিক, দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ভাই বোন এবং অসুস্থ অসহায় সম্বলহীন রোগীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই পুজো কমিটির এই বারের থিম উৎসর্গ করা হল বলে জানা যায়। বরাহনগরের বন হুগলি টেনামেন্টের বাসিন্দাদের পুজোটিও বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে চলেছে এবারেও বলে জানা যায়। অন্যদিকে বরাহনগর নেতাজি কলোনির শিল্পী হিসাবে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন সৌরভ দত্ত, প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে পাওয়া গিয়েছে দমদমের সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায় এবং সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন বরানগর বিধানসভার সদস্য তাপস রায় এবং পুরপ্রধান অপর্ণা মল্লিক। দক্ষিণেশ্বর আলম বাজার নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় এবারে পুজোটি ৫৭ বছরে পা রাখতে চলেছে বলে জানা যায়। এই ক্লাবের শিল্পীর ভাবনা এবং রূপায়ণ অতি বাস্তবতার পরিচয় রেখেছে তা একপ্রকার জোর দিয়ে বলা যায়। শিল্পীর ভাবনার বিষয়বস্তু হিসাবে থিম হল মুখোশের আড়ালে। দক্ষিণেশ্বরের অপর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পুজো হল বড়বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজো, এই পুজোটি এই বছরে ২১শে পা রাখতে চলেছে বলে ক্লাব সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায়। নেপালের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর মন্দিরের আদলে পুরোপুরি বৈদ্যুতিন সামগ্রী দিয়ে মন্ডপ তৈরি করা হয়েছে। যা দর্শনার্থীদের কাছে অতি প্রিয় হয়ে উঠবে বলে আশা করা যেতেই পারে। এখন প্রতিটি মন্ডপে ঘুরে ঘুরে দেখা গেল জোর কদমে চলছে শেষ কাজ। স্নান খাওয়া ভুলে শিল্পীদের কাজ কর্ম চলছে জোর গতিতে।

গান্ধিজয়ন্তী পাথরপ্রতিমায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা : রবিবার পাথরপ্রতিমায় একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সমিতির পক্ষ থেকে। গান্ধিজির জন্মদিনকে স্মরণ করে গদামথুরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সমীর জানা। তিনি জানান, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ সৌন্দর্যায়নে পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এদিন রামগঙ্গা এসবি হাই স্কুলে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টি দলের ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধায়ক। এই অনুষ্ঠানে বিডিও শক্তি বরা, কর্মাধ্যক্ষ হিমাংশু রাউথ উপস্থিত ছিলেন। এরপরই পাথরপ্রতিমা আনন্দলাল হাইস্কুলে নির্মল ব্লক মিশন বাংলা অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিডিও শক্তি বরা। এই উপলক্ষ্যে সাইকেল র‍্যালি সহ নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পাথরপ্রতিমা এসডি–১১ বাসের সূচনা করেন বিধায়ক সমীর জানা। তিনি বলেন, পাথরপ্রতিমা থেকে নুরপুর পর্যন্ত এসডি–১১ বাস চালকেরা সরকারি অনুমতি পেয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ১৬টি এসডি–১১ বাস এখন চলবে। একই সঙ্গে এদিন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে যোগ দেন বিধায়ক। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাথরপ্রতিমা ব্যবসায়ী সমিতির হলে। এদিনের সম্মেলনে ১১৪ জন শিক্ষক কর্মী সহ জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

নির্মল জেলা হল উত্তর চব্বিশ পরগনা

অরিন্দম রায়চৌধুরী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'নির্মল বাংলা মিশন' কর্মসূচি পালিত হচ্ছে গোটা রাজ্যব্যাপী। এই কর্মসূচিতে ইতিমধ্যেই সফলতা লাভ করে নির্মল জেলা তথা উন্মুক্ত শৌচবিহীন জেলার স্বীকৃতি পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে নদিয়া জেলা। সম্প্রতি ২৯ সেপ্টেম্বর যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয় হুগলি ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাদ্বয়। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ২৫ জুলাই এই কর্মসূচির উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. প্রলয় আচার্য, জেলা পরিষদের পূর্ত স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ গোস্বামী, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তী, শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিত দাস, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, উপপুরপ্রধান অশনী মুখোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন আধিকারিকগণ। এদিন হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একযোগে হুগলির সাথে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাকেও সরকারিভাবে 'নির্মল জেলা'র স্বীকৃতি প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি রেহানা খাতুন, জেলা শাসক অন্তরা আচার্য, এসপি ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। একইসঙ্গে এদিন বনগাঁ সীমান্তে নতুন পেট্রাপোল থানারও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় এক কোটিরও বেশি মানুষের বসবাস। আগে শৌচালয় ছিল প্রায় ৯ হাজার। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে ১ লক্ষ ৮১ হাজারের বেশি শৌচালয় তৈরি হয়েছে বলে জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে।

উদ্বোধনে রাজ্যপাল

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : এবার গড়িয়া মিতালী সংঘের নবদুর্গা ৭৫ বছরে পা দিল। গত ২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৮–৩০ মিনিটে এই পুজোর উদ্বোধন

করলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তিনি বলেন বাংলার দুর্গা পুজো ধুমধাম করে হয় যা বিশ্ববিখ্যাত। মা দুর্গা শক্তির দুর্গা। তিনি যেন সমাজের অসুর শক্তিকে বিনাশ করেন, তিনি যেন শক্তি দেন, বহু প্রতীক্ষার পর বাঙালি এই দুর্গা পুজোর জন্যে অপেক্ষা করেন। আমি আমেরিকায় গিয়ে এই কথা বলে এসেছি। আপনারা বাংলায় গিয়ে দুর্গা পুজো দেখে আসুন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম ও বেশ কিছু সিরিয়ালের তারকারা। ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও মিতালী সংঘের কার্যকারী সভাপতি অভ্র মুখোপাধ্যায় সম্মানিত করেন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠীকে। এরপর দুর্গা মন্ডপ উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল। পুরো অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

২৬তম বর্ষে কালীনগর

কুনাল মালিক : সাবমেরিন ক্লাবের পরিচালনায় দক্ষিণ শহরতলির কালীনগর সার্বজনীনের ভিড়ে ঠাসা মন্ডপ তৃতীয়ার দিন সূচনা করেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের জন্য মা দুর্গার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। মহালয়ার স্তোত্র পাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করেন তিনি। পুজো কমিটির সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায় বলেন, এবারের ২৬তম বর্ষের মন্ডপ হোগলা দিয়ে তৈরি হয়েছে। প্লাসটিক বর্জন আমাদের উদ্দেশ্য। নির্মল গ্রামের নির্মল পুজো। আনন্দ উৎসবের পাশাপাশি বস্ত্র, ছাতা, শীতবস্ত্র, প্রবীণ মানুষদের লাঠি, মশারি বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিদিনই সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বাউল, তরজা, পুতুল নাচ, আধুনিক গান, নৃত্যানুষ্ঠানের পাশাপাশি চিত্র ও মঞ্চের সেলিব্রিটিরা মঞ্চ আলোকিত করছেন। চতুর্থীর সন্ধ্যায় সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা পুজো মন্ডপে উপস্থিতহন।আসেন শিল্পপতি জগন্নাথ গুপ্তা। এবছর বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান প্রতিযোগিতায় আলিপুর মহকুমায় কালীনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক মৃগাঙ্ক সাঁতরা বলেন, আমাদের পুজো গত বছর থেকে অন্য মাত্রা পেয়েছে।

হিন্দমোটরের অগ্রণী ক্লাবের পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান সাংবাদিক প্রবীর ঘোষাল সহ এলাকার বিশিষ্টরা। –নিজস্ব চিত্র

পরম্পরার পুজো চলছে আজও

চন্দননগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রং–তুলি নেই। খবরের কাগজ, পিচবোর্ড, পিতল, কাঁসা, পোড়ামাটি, বাঁশ, লোহা দিয়ে অভিনব দুর্গা তৈরি করেছিলেন চন্দননগর গোপালবাগ এলাকার বাসিন্দা সুদীপ সাহা। পেশায় আর্টশিল্পী। যদিও তাঁর শিল্পকলা কোনও পুজো মন্ডপে জায়গা পায়নি। তবে ২০০৫ সালে চন্দননগর রথের সড়কে সাহা বাড়িতে এই অভিনব দুর্গা প্রতিমা স্থাপন করা হয়। বেশ কয়েকবছর ধরে এই দশভূজার অভিনব মূর্তি রাখা হয়। এই বাড়ির ছেলে জয় সাহা তিনি প্রতিমা তৈরির কাজে সহযোগিতা করেন। জয় টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় আর্ট শিল্পী। জয় সাহার বাড়িতে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে এই অভিনব প্রতিমা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। যদিও সুদীপবাবু আক্ষেপ করে বলেছেন, সামান্য উৎসাহ দেওয়ার কেউ নেই। এমন কি কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়নি। সংবর্দ্ধনাও জানায়নি কেউ। হতাশ হয়ে একসময় প্রতিমা তৈরি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু গত বছর জগদ্ধাত্রী পুজোয় নিজের পাড়া গোপালবাগে মন্ডপ তৈরির সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে শিল্পীর মুন্সিয়ানা ফের প্রকাশ পায়, এতে কিছুটা হলেও আশা পূর্ণ হয়েছিল সুদীপবাবুর। তিনি বললেন, কোনও রকম রং তুলির সাহায্য ছাড়াই খবরের কাগজ, বাঁশ, লোহা, পিতল, শোলা ও পোড়ামাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা হয়েছিল। দেবী দুর্গা ৮ ফুট উচ্চতা এবং চওড়া ৯ ফুটের মধ্যে। কাগজ এবং বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে কার্তিক, গণেশ ও অসুরের পোশাক তৈরি হয়। সেইবছর এমন অভিনব প্রতিমা তৈরির জন্য হুগলি জেলায় সেরা পুরস্কার পান। এক্ষেত্রে শিল্পী সুদীপের বক্তব্য, 'ফেলে দেওয়া উপকরণ দিয়ে প্রতিমা তৈরি করেছিলাম। এককথায় একে 'মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম' বলা হয়। মনের আনন্দেই এই ধরনের জিনিস তৈরি করেন। শিল্পীর মাপকাঠিতে তাঁর সৃষ্ট শিল্পের বিচার করা হোক। এটাই চান চন্দননগরের এই আর্ট শিল্পী। আগে প্রতিমা শিল্পী মূলত পাল সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে থিম পুজো এবং এর বিন্যাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আর্ট আকাদেমি এবং অন্যান্য শিল্প সচেতন অনেক মানুষ এই পেশায় এগিয়ে এসেছেন।

গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যশালী শিবতলা শ্মশান

হুগলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: হুগলি জেলার অতি প্রাচীন উত্তরপাড়া ভদ্রকালি শিবতলা শ্মশান ঘাটটি যখন কালের প্রহরে দিন গুনছে কবে গঙ্গায় তলিয়ে যাবে তার আশঙ্কায়। একসময় অতি প্রাচীন এই শ্মশান ঘাটটি উত্তরপাড়া, হিন্দমোটর কোন্নগর এমন কি বালির বাসিন্দাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শ্মশান ঘাট হিসাবেই চিহ্নিত ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বর্তমানে শ্মশান ঘাটটি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়া কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। শ্মশান ঘাটের মূল প্রাচীর থেকে গঙ্গার দূরত্ব বলতে গেলে বড়জোর হাতখানেক। ঢেউয়ের উথালপাতাল ধাক্কায় বেসামাল শ্মশান ঘাটের পিছনের আসল পাঁচিল (দেওয়াল)টি। গঙ্গার ভাঙনে শ্মশান ঘাটটির পিছনের দেওয়ালের মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন নড়বড়ে অবস্থা। বলতে গেলে একসময় জলের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানে শিবতলার প্রাচীন এই শ্মশান ঘাটটি। পুর প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই এই বিষয়ে যা শ্মশানে দাঁড়িয়ে থেকেই অনুমান করা যায়। প্রধান রাস্তা থেকে হাঁটা পথে মিনিট দুয়েক হেঁটেই পৌঁছে যাওয়া যাবে গঙ্গার পাড়ে। আর সেই পাড়েই বর্তমানে শ্মশান ঘাটটি কোনও রকমে দাঁড়িয়ে আছে বলা যায় জোর গলায়। বর্তমানে শ্মশানের কাছেই গড়ে উঠেছে বহুতল বাড়ি। স্থানীয় বাসিন্দা বিশু শিকদার, অসিত শিকদারকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করে জানা যায় বেশ কয়েক মাস আগে বহুতলের মালিকের আপত্তিতে নাকি পুর প্রশাসন ঘাটটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বহুতলের মালিকদের অভিযোগ ছিল শ্মশান ঘাটের কাছে বহুতল নির্মাণ হওয়াতে কেউ আর বাড়ি কিনছেন না। তাই প্রোমোটারদের দাবি মেনে শিবতলা শ্মশান ঘাটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে করুণ দশায় পড়েন স্থানীয় বনেদি এলাকার বাসিন্দারা।, বহু সময় নষ্ট করে তাদেরকে যেতে হয় মৃতদেহ সৎকার করবার জন্যে বালিতে নয় তো রিষরায়। এতে কেবলমাত্র সময়ই নয়, অপচয় ঘটে অর্থেরও। তাই একসময় উত্তরপাড়ার সমস্ত বাসিন্দারা এক যোগে দাবি জানান শ্মশান ঘাটটি পুনরায় চালু করার। ফলে জনগণের প্রবল চাপে পড়ে শেষমেষ চালু করতে বাধ্য হন শ্মশান ঘাটটি বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা সহ শ্মশান ঘাটে আসা সব যাত্রীরা। তাই জনগণের দাবি মেনে হয় তো শ্মশান ঘাটটি চালু করলেও সংস্কার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ অতি প্রাচীন এই শ্মশানঘাটটির। ফলে অচিরেই গঙ্গার অতলজলে তলিয়ে যেতে বসেছে এই শ্মশানঘাটটি।

মাধবপুরে বনদুর্গার বন্দনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'যা দেবী সর্বভূতেষু বৃক্ষরুপেণ সংস্থিতা'। হ্যাঁ দেবী দুর্গা এখানে বস্তুত বনদুর্গা। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে শততম বর্ষ উদযাপনে মাধবপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব। শহর ও শহরতলির পুজো যখন থিম নিয়ে মাতোয়ারা তখনও এই পুজো এক্কেবারে ঘরোয়া পরিবেশে নিজস্ব মহিমায় মাতৃবন্দনায় ব্রত থাকত। এবার কিন্তু সেই পুজোতেই মা দুর্গা বৃক্ষরূপে পূজিতা হচ্ছেন।

উলুবেড়িয়া থানার চন্ডীপুর অঞ্চলে অবস্থিত গ্রাম মাধবপুর। অনেকে একে মহিষরেখা নামেও চেনেন। এখানেই চিত্র শিল্পী ও ভাস্কর তপন কর এই গ্রামেরই মেয়ে জয়িতা কুন্ডুর তত্ত্বাবধানে মাধবপুর গ্রামবাসীদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন মাধবপুর পরিবেশ চেতনা সমিতি। আর সেই সমিতি এখন ধারাবাহিকভাবে 'বটের ঝুরি সংরক্ষণের' কর্মসূচি পালন করে চলেছে। বাঁশকে লম্বালম্বি চিরে তার ভেতরের গাঁটগুলোকে কুড়ে বের করে তাকে ফাঁপা নলের মতো করে ঝুরি গুলোকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। যাতে ঝুরিগুলি সহজে মাটি স্পর্শ করে স্তম্ভমূল গঠন করতে পারে। যাতে ওই গাছগুলি আরও বেশি দিন বাঁচে। বট আমাদের জাতীয় বৃক্ষ। সেই কথা মাথায় রেখেই গ্রামের নিজস্ব ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সমিতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন উলুবেড়িয়া মহকুমা অঞ্চলের অন্যান্য বট বৃক্ষেরও সংরক্ষণে।

শুধু বৃক্ষ রোপনই নয়, চাই তার সংরক্ষণ। এই চেতনাই জন–মানসে ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে এল মাধবপুর সর্বজনীন পুজো কমিটির যুবকবৃন্দ। মাটির সাজে সবুজ বরণ দুর্গা এই মন্ডপে যেন সেই জাতীয় বৃক্ষেরই প্রতিরূপ। শুভ মহাষষ্ঠীর পুণ্য লগ্নে লাল পাড় সাদা শাড়িতে সজ্জিতা গ্রামের মেয়ে বৌদের উলু ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্কিপার লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার বীরেন্দ্র কুমার সিং।

পুজোর চারদিন পুজো কমিটি বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। এছাড়াও আছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান। আছে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য প্রদান। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হীরালাল ভক্তা ও বিভাস মন্ডলের কথায়, ''মাধবপুর গ্রামবাসীদের নিয়ে গড়ে ওঠা পরিবেশ চেতনা সমিতির বার্তাকে জন–সাধারণের ঘরে পৌঁছে দিতেই আমাদের এই উদ্যোগ। এটা আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা।'' পুজো কমিটির যুগ্ম সভাপতি অরূপ কুন্ডু ও হেমন্ত মন্ডল জানান এই পুজোতে বিজয়া দশমী উপলক্ষে নর–নারায়ণের সেবায় প্রায় চার হাজার মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে অংশ গ্রহণ করেন।

মহানগরে

পাউরুটির দাম বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাউরুটি ও বেকারিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের কাঁচামাল গমের ময়দা ও চিনির দাম গত তিন বছরে কুইন্টাল প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০০ টাকা করে। ভোজ্য তেলের দাম কেজি প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ টাকা। পলিথিন ব্রাগের দাম কেজি প্রতি বৃদ্দি পেয়েছে ২০ টাকা, জ্বালানি কাঠ কুইন্টাল প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০ টাকা, ফ্রেস্ট ঈস্ট কেজি প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫ টাকা।

এবং বেকারি শিল্পে ব্যবহৃত কেমিক্যাল যেমন গুলেটিন, ক্যালসিয়াম এবং বিদ্যুতের দাম গত তিন বছরে ২০ শতাংশ করে সরকারি দাম নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বৃদ্ধি পাওয়ায় ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারি মালিকদের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স কো–অর্ডিনেশন কমিটি যৌথ ভাবে পাউরুটিসহ বেকারিজাত (কেকও বিস্কুট প্রভৃতি) সমস্ত পণ্যের মূল্য গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৫০ পয়সা থেকে ২ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। এদিকে বেকারি মালিকদের সংগঠন জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ ইদ্রিশ আলি পাউরুটিসহ বেকারি পণ্যের দাম বৃদ্ধি সমর্থন করলেও ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারি অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক আরিফুল ইসলাম মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে পাউরুটির দাম বাড়ানোর বিরোধিতা করেছেন।

শারদীয়া ফেসবুক পরিবারের পুজো উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও দুর্গাপুজোতে 'শারদীয়া পরিবার' আমাদের ফোটাতে নিজেদের সাধ্যমতো নতুন পোশাক তুলে দিচ্ছে তাদের হাতে। তাদের এই প্রচেষ্টার এটি চতুর্থ

সমাজের কিছু অবহেলিত পথশিশু, অনাথশিশু ও দুঃস্থশিশু এবং বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের মুখে হাসি বছর। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তারা পুজোর নতুন জামা তুলে দিয়েছে শ্যামবাজারের সুপ্রাচীন 'কলকাতা অনাথ আশ্রম'–এর শিশুদের। ২ অক্টোবর তারা পৌঁছে গিয়েছিল শিয়ালদহের 'দ্য রিফিউজ' অনাথ আশ্রমে। সেখানকার শিশুদের হাতে নতুন জামা এবং বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয় 'শারদীয়া পরিবার'–এর পক্ষ থেকে। এই পরিবারের পক্ষ থেকে জয়ন্ত মন্ডল জানান, এই সাধু উদ্যোগে মানবিকতার টানে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। তাই বস্ত্রবিতরণের সংখ্যা প্রাথমিকভাবে ১৫০ জন ধার্য করা হলেও সংখ্যাটা আজ ২৫০ ছাড়িয়েছে। তিনি আরও বলেন, শারদীয়া পরিবারের প্রতি মানুষের আস্থা তাদের পথ চলবার পাথেয়। এর সঙ্গে তিনি সকলকে আগামীদিনে এভাবেই 'শারদীয়া'–র পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। আগামী ৮ অক্টোবর মহাসপ্তমীর শুভলগ্নে রাসবিহারীর পথশিশুদের হাতে 'শারদীয়া' তুলে দেবে নতুন জামা। তাদের আনন্দের জন্য থাকবে পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা এবং পরিশেষে থাকবে পথশিশুদের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থাও।

কলকাতা 'শ্রী' প্রতিযোগিতা

বরুণ মন্ডল : কলকাতা 'শ্রী'র ঢাকে কাঠি, পুজো এবার জমজমাটি...' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে কলকাতা পুরসভা এবারও কলকাতা 'শ্রী' পুজো প্রতিযোগিতা ২০১৬–র আয়োজন করেছে। বাড়ি ও আবাসনের পুজো ব্যতিরেকে এই কলকাতা 'শ্রী' পুজো প্রতিযোগিতা কলকাতা পুর এলাকার সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৪ অক্টোবর শেষ দিন পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৩০০–র অধিক। পুরস্কারের বিভাগে রয়েছে কলকাতা 'শ্রী' সেরার সেরা, সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা শৈল্পিক উৎকর্ষ, সেরা বিষয়, সেরা আলোকসজ্জা, সেরা পরিবেশ, সেরা পরিচ্ছন্ন পুজো, সেরা সম্ভাবনা এবং মেয়রস চয়েস। বিচারকদের সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত রূপে বিবেচিত হবে। এবং এরই সঙ্গে রয়েছে কলকাতা 'শ্রী' দর্শকের চোখে সেরা পুজো নির্বাচিত হবে http://www.kmc.gov.in– এর অনলাইন ভোটের মাধ্যমে। সময়সীমা মহাষষ্ঠী থেকে মহাদশমী (৭–১১ অক্টোবরের মধ্যে)।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ৮ অক্টোবর – ১৪ অক্টোবর, ২০১৬

উমার মর্ত্যাগমন

আবারও উমার আবির্ভাব ঘটল তার বাপের বাড়িতে। যথারীতি মায়ের আসার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা কোমর বেঁধে নেমেও পড়েছেন পুজো প্রস্তুতিতে। সেই একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চিরাচরিত খেলা তো রয়েছেই। এর মধ্যে আবার অসুর বধের পালা সাঙ্গ হওয়ার আগে হাজির আরও এক ভিলেন ঘূর্ণাবর্ত। মোটের ওপর পুজোর দিনগুলিতে বৃষ্টির আশঙ্কা তো রয়েছেই। যার রেশ পঞ্চমী থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে। ষষ্ঠীর দিন তো এক পশলা ভারী বৃষ্টিও হয়ে গিয়েছে। এত কিছুর আয়োজনের মধ্যে তাই বৃষ্টির ভ্রুকুটি বড্ড গোলমেলে হয়ে উঠছে ক্রমেই। পুজোর কদিন কলকাতার রুট ম্যাপটাও যেন একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে। বস্তুত এটা কলকাতাবাসীর গত কয়েকবছরের অভিজ্ঞতা। উত্তরের সর্পিল–ঘিঞ্জি অলিগলির কথা না হয় বাদই দিলাম।

কিন্তু আধুনিকতার জোয়ারে প্রবাহিত ঝাঁ চকচকে দক্ষিণ কলকাতা গত বছর থেকেই দেশপ্রিয় পার্ক নামক এক নতুন গোলকধাঁধার সামনে পড়েছে। তার ফলে কি ওষ্ঠাগত অবস্থা গতবছর নগরবাসীকে ভুগতে হয়েছিল তা একরকম ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার তুনলামূলক বড় কোনও থিম না এনেও চটকদারিতার ছন্দে এবার ফের দর্শকের ভিড় উপচে পড়ছে দেশপ্রিয় পার্কে। আর সেটা মালুম হচ্ছে একাধারে বালিগঞ্জ এবং অন্যদিকে রাসবিহারী থেকে। এমনও হচ্ছে এর মাঝামাঝি যার বাড়ি তাকেও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। থিম নিয়ে এবারও উন্মাদনা না কমলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে আর্থিক জোগান আগের থেকে যেন অনেকটাই কমে আসছে। তাই বেসুরো গেয়ে কোনও কোনও কর্তা এও বলে দিচ্ছেন, এবারটিই হয়তো শেষ।

এরপর থেকে হয়তো ফিরতে হবে সাবেকি পুজোর ঘরানাতে। আসল কথাটা হল পুজো সংগঠকরা হয়তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন রসদে টান পড়ার। কারণ পূর্বেকার 'গৌরী সেন'রা চলে যাওয়ার পর থেকে দেদার অর্থ হাতে আসা সত্যি মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যাদের কল্যাণে একসময় বড় বড় পুজো হাঁকানো গিয়েছে তাদেরকে আজ অসুররূপে ভাবতে সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। থিমের ঘনঘটায় এবার নতুন কোনও ট্রেন্ড যে চোখে পড়ছে তা নয়। বরং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'ইধারকা মাল উধার' হচ্ছে অনেক জায়গাতেই। অর্থাৎ ধরুন গতবছর যেখানে নেমে এসেছিল গোটা একটা মরুভূমি বা রাজস্থানের মতো রাজ্য সেখানে হয়তো গৌতম বুদ্ধের অপার শান্তি বিচরণ করছে। আবার অন্যত্র চলে গিয়েছে সেই মরু–অঞ্চল। যেখানেই মরুতে বা সিন্ধুতে সকলকে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অমৃত কথা

যবন পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায় এবং প্রকৃতি দ্বারা অনুমোদিত শাসনপদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতে বর্তমান ছিল এবং এখনো স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বীজ যে স্থানে উপ্ত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদ্গত হইল না, এ ভাব ওই গ্রাম্য পঞ্চায়েত ভিন্ন সমাজ মধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।

ধর্ম সমাজের ত্যাগীদের মধ্যে বৌদ্ধ যতিগণের মঠে ওই স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী বিশেষরূপে পরিবর্ধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্ট আছে এবং অদ্যাপি নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে পঞ্চের ক্ষমতা ও সম্মান, প্রত্যেক নাগার সম্প্রদায় মধ্যে অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায় শক্তির কার্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বৌদ্ধোপপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তিক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ।

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্বত্যাগী, মঠাশ্রয়, উদাসীন। শাপেন চাপেন বা রাজকুলকে পদানত করিয়া রাখিতে তাঁহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই। থাকলেও আহুতিভোজী দেবকুলের অবনতির সহিত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাও নিম্নাভিমুখী, কত শত ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার।

কাজেই রাজশক্তিরূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত হস্তধৃত দৃঢ় সংযত রশ্মি নহে, সে এবার আপন বলে স্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী পতিতে সমাহিত নহে, এ যুগের দিগদিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত শাসন আসমুদ্রক্ষিতীশগণই মানব শক্তিকেন্দ্র।

এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি। বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাটগণের ন্যায় ভারতের গৌরব বৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখনও ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দু ধর্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান। ইহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড পুনর্বার অখণ্ড প্রতাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শতখণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারিভাবে উদযুক্ত হইয়াছিল।

এ বিপ্লবে বৈদিক কাল হইতে আবদ্ধ হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ বিপ্লবে বিরাটরূপে স্ফুটীকৃত পুরোহিত শক্তি ও রাজশক্তির যে চিরন্তন বিবাদ তাহা মিটিয়া গিয়াছে, এখন এ দুই মহাবল পরস্পর সহায়ক, কিন্তু সে মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্যও নাই, ব্রহ্মবীর্য লুপ্ত।

ফেসবুক বার্তা

পুজোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পদ্মফুল। ১০৮টি পদ্মের মাধ্যমে মায়ের অর্চনা দেওয়া হয়। তারই সন্ধানে ছানমিন চালাতে ব্যস্ত এক যুবক।

মা দুগ্গা তোমার কাপুরুষ সন্তানদের বুকে সাহস আর বাহুতে বল দিও

নির্মল গোস্বামী

অপেক্ষার প্রহর শেষ। দিনক্ষণ, সময়, লগ্ন সব সমাগত। মা আসছেন আর বলা যাবে না, মা এসেছেন– এসে গিয়েছেন। আপামর বাঙালি তথা সকল ভারতবাসীর তিনি মা, তিনি জগৎ জননী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। তিনি আমাদের সকল আনন্দের উৎস। তাই তাঁর উপাসনাই আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। তিনি এতটা দিতে প্রস্তুত সে বিষয় নিশ্চিত না হয়েও তাঁর কাছে আমাদের চাওয়ার শেষ নেই। শুধু পুজোর চার দিন নয়, প্রতিদিন প্রতি নিয়তই আমরা মাকে ডাকি বিপদে পড়লে। শুধু কি এক নামে, মায়ের যত রূপের যত নাম সবনামেই আমরা ডেকে চলেছি। এই যে আমাদের অতিরিক্ত মাতৃভক্তি, থুড়ি মাতৃনির্ভরতা তা পরপারের পারানী কত জোগায় জানি না তবে ইহ জীবনে ভীতু , কাপুরুষ, দুর্বল হয়ে যে পড়ছে তার প্রমাণ ইদানিং ভুড়ি ভুড়ি পাওয়া যাচ্ছে।

আমার মা আছেন বিপদে আপদে তিনিই রক্ষা করবেন এটা নির্বঞ্ঝাট জীবনের এক ধরনের নিশ্চয়তা। আবার আমার বাহুতে বল আছে মনে আছে সাহস। দুঃসাহসী কাজে নির্ভয়ে সে এগিয়ে যেতে পারে। তাই মায়ের কাছে বুদ্ধিমান মানুষ বলবীর্য চায়। তারপর সে জানে যে বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা।

আমরা জানি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির মূলে আছে শক্তির খেলা। সেই আদি অনন্ত চির শক্তি থেকেই জড় শক্তির প্রকাশ। আবার জড়ের লয়ে সেই পরিণামি শক্তি শাশ্বত শক্তির আধারে সঞ্চিত হয়। প্রাণী জগতের এতো বিভিন্নতা তা শক্তির তারতম্যের প্রকাশের জন্য। আমাদের প্রাণশক্তি সকল জীবের মধ্যে আছে তবে পরিমাণের পার্থক্য আছে। আবার মানুষের মধ্যে যে চরিত্রগত প্রকারভেদ আছে তাও সেই শক্তির লীলা খেলা। কেউ সাধু কেউ চোর। কেউ রাজা কেউ প্রজা। কেউ ভোগী কেউ ত্যাগী। কেউ কর্মী কেউ যোগী। শক্তির খেলা চলছে আকাশে বাতাসে। তাই তো মহাশক্তির আবাহন।

মানুষের সমাজে এই মহাশক্তি দুই ভাবে প্রকাশ পায়, একে আমরা পরাশক্তি ও অপরাশক্তি বলতে পারি। মানুষের মঙ্গলের নিমিত্তে যে শক্তি কাজ করে তা পরাশক্তি আর মানুষের ক্ষতি সাধনের জন্য যে শক্তি কাজ করে তা হল অপরা শক্তি। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে মানুষই হল শক্তি আধার। তাই মানুষের মধ্যে দিয়েই এই শক্তির প্রকাশ পায়।

আবার আমরা এও দেখি যে প্রকৃতিতে যেখানে শক্তির তারতম্য হয় সেখানেই প্রলয় বা ধ্বংসলীলা সংগঠিত হয়। শক্তির ভারসাম্যই স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। কিছু শক্তিক্ষয় কিছু ক্ষয়ক্ষতির পর পুনরায় শান্ত হয় প্রকৃতি।

মানুষের সমাজ গঠন থেকে আজ পর্যন্ত যত রূপান্তর হয়েছে তার মূলেও ওই শক্তির শক্তি খেলা করে চলেছে। সমাজের পরিপূর্ণ বিজ্ঞান তখনই সম্ভব হয়েছে যখন বিভিন্ন সমাজস্থিত শক্তির সুচারু বিন্যাস ঘটেছে। বৈদিক সমাজের দিকে

তাকালে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষত্রিয় শক্তি, বৈশ্য শক্তি ও শূদ্র শক্তি সমান মাত্রায় কাজ করে সমাজের অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

রাজা শক্তিশালী হলে আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তখন সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য ভালোভাবে চলতে পারবে। আবার ব্যবসা বাণিজ্য চললে অর্থনীতির হাল ফেরে। রাজকোষেও কর জমা হয়। আবার বৈশ্যশক্তি দুর্বল হলে চাষ আবাদ হয় না। দেশে তখন খাদ্য সংকট দেখা দেব। তার থেকে নানান অরাজকতার সৃষ্টি হবে। আবার রাজশক্তিকে বশে রাখতে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রয়োজন। ব্রহ্ম তেজকে রাজারা ভয় পেত। কারণ মুনিঋষিদের বাক্য ছিল অমোঘ। ফলে রাজার রাশ টানতে পারত ব্রহ্ম তেজ। আর এই তিন জনের সুচারু রূপে সেবা করে জীবন নির্বাহ করত শূদ্ররা।

দেব আর দানবদের মধ্যে যতক্ষণ দেবতারা বলবান ততক্ষণ যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু দেবতাদের বরে যখনই দানবরা বলবান হয়েছে তখনই স্বর্গে–মর্তে অরাজকতা দেখা দিয়েছে আর তাকে ধ্বংস করতে দেবতাদের মধ্যে থেকে নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই যুদ্ধে পরাশক্তির জয় হয়েছে অর্থাৎ ধর্মের জয় হয়েছে। আমাদের জাতীয় মহাকাব্যের সৃষ্টির মূলে আছে যুদ্ধ। যুদ্ধ চাই নচেৎ অসুর শক্তি নাশ হবে না। যুদ্ধের ময়দানে আমরা আমাদের প্রাণের দেবতা রাম, কৃষ্ণের দেখা পেয়েছি। তাদের উপাসনা করে আবার কত মহাপুরুষ মুক্তি পেয়েছেন আমাদের মুক্তির দিশা দেখিয়েছেন। ফলে যুদ্ধ সাময়িক ক্ষয়ক্ষতির বাতাবরণ সৃষ্টি করলেও তাকে এড়িয়ে চলতে পারব না। এই সত্যটা আমরা কিছু আধুনিক মানুষরা ভুলে যাই। যুদ্ধ চাই না যুদ্ধ চাই না, বলে চিৎকার করি। আবার আধুনিক পৃথিবীতে কেউ চাইল অমনি প্রতিবেশির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল সে পরিস্থিতিও নেই। অনেক সহ্য অনেক কূটনৈতিক পদক্ষেপ, অনেক আলাপ আলোচনার পর যুদ্ধ হয়। বুঝতে হবে এছাড়া পথ ছিল না।

মানুষ মরবে তো কি হয়েছে? যুদ্ধ ছাড়া যেন অন্য কোন কারণে মানুষ আর মরে না? এই শুধু ভারতে পথ দুর্ঘটনায় বছরে ৬০ হাজার মানুষ মারা যায় তাহলে রাস্তায় কি গাড়ি চলা বন্ধ করে দেওয়া হবে?

আসলে আধুনিক ভোগবাদে আমরা এতোই নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছি যে মরতে বড্ড ভয় পাই। সর্বদাই মরণ এড়ানোর ফন্দি বা কৌশল খুঁজে বেড়াই। আমরা দুর্বল এবং ভীতু হয়ে গিয়েছি। সমাজে তাই দানব শক্তির এতো বাড়বাড়ন্ত। ছাত্রকে টুকতে দিতে হবে না হলে শিক্ষককে মারবে। তোমার মেয়েকে চোখে লেগেছে তাকে চাই। বাধা দিতে গেলে ভাই দাদা মাকে মেরে মেয়েকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তুমি অন্য দলকে ভোট দিয়েছ তোমায় পাড়ায় থাকতে দেওয়া হবে না। ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এমন হাজারো ক্ষেত্রে আছে যেখানে অপরাধীরা দুর্জয় সাহস অর্জন করেছে। এটা হতে পেরেছে এই জন্য যে সৎশক্তি বা পরাশক্তি সমাজে কমে গিয়েছে। শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অসৎ শক্তি আজ বলিয়ান। আর সৎশক্তি ক্ষীয়মান। কারণ ওই একটাই সেটা হল মৃত্যু ভয়ে ভীত! অপরাধ হচ্ছে দেখেও এড়িয়ে যাই আমরা।

আসুন আজ শক্তিময়ী মায়ের কাছে প্রার্থনা করি যে মা আমাদের মনে সাহস আর বাহুতে বল দাও। যেন তোমার মতো অসুর নিধনে অগ্রসর হতে পারি। লোকক্ষয় হবে বলে ভয়ে যেন পিছপা না হই। যারা অমন তেজস্বীনি, যুদ্ধজয়ী, বীরাঙ্গনা তার সন্তানরা যদি দুর্বল হয় তো মা তোমার মহিমাতেই কলঙ্কের কালি পড়বে।

মা, তোমার অর্চনা তোমার আরাধনা যাতে যুগ যুগ ধরে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। বর্তমানে সমাজের এবং রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনে যে অসুর শক্তি সক্রিয় তাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি ও সাহস দিয়ে তোমার সন্তানদের মানুষ করো মা।

আমরা সবাই সন্দেহভাজন চোর, আমরা জঙ্গি, আমরা জালনোটের কারবারী

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

বেশ প্রসন্ন মনে বসেছিল জগা। বাজারের থলে হাতে বেশ রসিয়ে রসিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। আমাকে দেখে বলল— বসো দাদা, বসো।

আমি বললাম— তোকে আজ খুব হাসিখুশি লাগছে, কি ব্যাপার?

জগা বলল—আশ্বিন মাসের রোদ ঝলমলে আবহাওয়া আমার খুব ভালো লাগে। আকাশটা মনে হচ্ছে সোনায় মোড়া। তার ওপর পুজোর মার্কেটিং–এর ঝামেলাটা সেরে ফেলেছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম— দাঁড়া, দাঁড়া, স্ত্রী–সন্তানের জন্য পুজোর মার্কেটিং তোর কাছে ''ঝামেলা'' মনে হয়?

জগা বলল— তা নয়তো কি? তুমি জানো বিস্তর ভিড় আর ঠেলাঠেলির পর যদি বা কেনাকাটা শেষ হলো, তারপর ফেরার জন্য গাড়ি পাওয়া দুস্কর। তাছাড়া জামাকাপড় কেনাকাটার পর গিন্নি আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে দেখি সেখানেও মানুষের গুঁতোগুঁতি। সব মিলিয়ে প্রাণান্তকর অবস্থা। এবার তুমিই বলো পুজোর মার্কেটিং ঝামেলা কিনা?

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম— আসলে কি জানিস, আমাদের গোড়া ঘরেই অশান্তি।

জগা বিস্মিত হয়ে বলল— মানে?

আমি বললাম— মানে আর কিছুই না, আসলে জীবনের শুরুতেই আমরা এমনভাবে তৈরি হয়েছি যে, 'কাজটাকে' আমাদের কাছে বিরক্তি মনে হয়। আমরা আমাদের জীবিকাকে আনন্দ মনে করতে পারি না। তাই আমরা খালি 'বিশ্রাম' খুঁজি। সাপ্তাহিক ছুটি কবে আসবে, সেই আশায় বসে থাকি। বনধ্ হলে তো কথাই নেই। একেবারে সোনায় সোহাগা। এইভাবে প্রতিটা দিন আমরা পালিয়ে বাঁচতে চাই। কাজ আমাদের কাছে একটা বোঝা। ক্যালেন্ডারে একসঙ্গে তিনদিন ছুটি থাকলে আগে থেকেই বকখালি বা দিঘার হোটেল বুক করে ফেলি, আর সোমবার এলেই মুখ শুকিয়ে ব্যাজার হয়ে যায়, এই রে, আবার সেই অফিস। কাজ ভালো না বাসলে এমনটাই হয়।

এই ভেবে সারা বছর বিরক্তির সঙ্গে আমরা আজ করি বলে, পুজোর মার্কেটিংটাও আমাদের কাছে বোঝা ঠেকে। তোকে একটা তথ্য জানাই জগা, সেটা হচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন— যদি কোনও মানুষ ক্রমাগত তার মগজে অশুভ ভাবনা, ভয় ভীতি বা লজ্জা কিংবা সাহসী কোনও বিষয় নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করেন, তবে মগজ বা মস্তিষ্ক সেই মানুষটাকে 'ভীতু' মানুষে পরিণত করে। এটা অনেকটা ব্যাঙ্কে টাকা রাখার মতো। অর্থাৎ ব্যাঙ্কে তুই যে টাকাটা গচ্ছিত রাখবি, সেই টাকাটাই তুলতে পারবি। তার কমও নয়, বেশিও নয়। সুতরাং মগজকে সব সময় বিরক্তিসূচক বার্তা দিলে মগজও আমাদের সেই 'বিরক্তি' ফেরৎ দেয়।

জগা বিস্মিত হয়ে বলল— দাদা, মগজের এই কার্যকরী বিষয়টা না হয় বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন, আমরা বিরক্ত হই কেন?

আমি হেসে বললাম— খুব সোজা বিষয়। আমরা আমাদের পছন্দসই কাজ পাই না বলে। যিনি ভেবেছিলেন প্রফেসর হবেন, তিনি হয়ে গেলেন ব্যাঙ্কের কেরানী। যার ইচ্ছা ছিল ব্যাঙ্কের অফিসার হওয়ার তাকে হতে হল কর্পোরেশনের ব্লক সরকার (যারা অলস তাদের কথা এখানে হচ্ছে না)। ফলে তারা চাকরি বাঁচাবার জন্য যতটুকু কাজ করার, ঠিক ততটুকুই করেন। তাদের কাছে ওটা শুধুমাত্র চাকরি, দায়িত্ব পালন নয়।

এদেশের সবাই চাকরি করেন, কেউ দায়িত্ব পালন করেন না। এই যে কলকাতা শহরে এতো শব্দদূষণ, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাজার হাজার গাড়ি এতো হর্ন বাজায়, আজ পর্যন্ত কেউ বন্ধ করতে পেরেছে? অথচ ট্র্যাফিক পুলিশের কতো কমিশনার চাকরি করে অবসর নিলেন, কই কেউ তো সামান্য প্রচেষ্টা পর্যন্ত করলেন না। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি না। কমিশনাররা এলেন আর পেনশন নিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন। এরা চাকরি করলেন, কিন্তু দায়িত্ব পালন করলেন না। অথচ এরা একটু দায়িত্ব পালন করলে শহরে শব্দদূষণ বন্ধ হতো আর সরকারের কোটি টাকা বছরে আয় হতো।

জগা বলল— কোটি টাকা আয়? সেটা কীভাবে?

আমি বললাম— কেন, বেকার যুবকদের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করলে, তারাই অকারণে হর্ন দেওয়ার জন্য গাড়ির ড্রাইভারদের কাছ থেকে ফাইন বাবদ টাকা তুলবে। তাতেই সরকারি কোষাগারে কোটি কোটি টাকা জমা পড়বে। যাক আসল কথায় ফিরে আসি জগা, আসলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কাজ করি বলে— আমাদের বিরক্তি হয়।

কাজে আনন্দ না পেলে সে কাজ ভয়ংকর বোঝা বলে মনে হয়।

জগা চিন্তিত মুখে বলল— এ থেকে উদ্ধার হওয়ার পথ কি? কেন ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন সব কাজ ভগবানের নামে সমর্পণ করো। তবে আর কাজে বিরক্তি আসবে না। বুঝলি জগা, এ ব্যাপারে একটা গল্প বোধহয় প্রাসঙ্গিক— ''এক ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার নজরে এলো, তিনজন রাজমিস্ত্রী একটি মন্দির নির্মাণে ইঁট গাঁথছে। তিনি প্রথম রাজমিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি কি করছেন? সে উত্তর দিল— ইঁট গাঁথছি। দ্বিতীয় রাজমিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল— আমি

মজুরির জন্য খাটছি। তৃতীয় রাজমিস্ত্রী কিন্তু ভিন্ন উত্তর দিল। সে বলল— আমি ভগবানের নামে মন্দির গড়ছি। এখানে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ আসবেন। মন্দির গড়ে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। এখানে প্রথম দুই রাজমিস্ত্রী কিন্তু বিরক্তির সঙ্গে কাজ করছে। অথচ তৃতীয় রাজমিস্ত্রী একটি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করায় সে আনন্দের সঙ্গে সেটা করতে পারছে। তুই দেখ জগা, মানুষের কাছে সব চেয়ে দামি তার প্রাণটা। অথচ ইতিহাসে দেখা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা আদর্শে বা ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কত মানুষ তার দামি জীবনটা পর্যন্ত উৎসর্গ করেছে দেশের জন্য।

তার মানে আদর্শ যদি মহান হয় তবে কাজেও দারুণ আনন্দ আসে।

জগা, আমার এই কোটেশনটা তুই জ্বলজ্বল করে লিখে রাখ যে, ''আমরা চাকরি করি আমাদের নিজেদের জন্য, মানুষের জন্য করি না। আমরা যদি ঠাকুরের নামে বা মানুষের উপকারের কথা ভেবে কাজ করতাম তবে এই বিরক্তি আসত না। তাই কাজে নয়, আমরা আনন্দ খুঁজি বকখালি, দিঘা বা দার্জিলিংয়ে।

কাজের প্রতি এই অনিহা বা বিরক্তি সারা বছর জমে থাকায় আমরা বুঝতে পারি না, কখন যেন আমরা বিরক্তির সঙ্গে বাঁচতে শিখেছি। তাই সন্তান–স্ত্রীর জন্য জামাকাপড় কেনাকাটাকে আমরা ঝামেলা মনে করি।

জগা হেসে বলল— তাহলে তুমি নিশ্চয় বৌদি আর ছেলের জন্য সাউথসিটির শপিং মলে গিয়ে কেনাকাটা করেছ ভিড়ের মধ্যে?

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম— না।

জগা বলল— তুমিও কি ভিড়ের ভয়ে যাওনি?

আমি বললাম— না, আমি যাইনি কারণ আমার আত্মসম্মানে লাগে।

জগা বিস্মিত হয়ে বলল— পুজোর কেনাকাটার সঙ্গে আত্মসম্মানের সম্পর্ক কি?

আমি বললাম— প্রায় সমস্ত শপিং মলগুলো আমাদের মগজে এটা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, আমরা সবাই চোর, আমরা সবাই জঙ্গি, আমরা সবাই জাল নোটের কারবারী।'

জগা ঢোঁক গিয়ে বলল— মানে?

আমি বললাম— দ্যাখ, শপিং মলে ঢোকার সময় একবার নিরাপত্তাকর্মীরা ব্যাগ সার্চ করবে, অর্থাৎ বোম–টোম আছে কিনা? মানে আমরা জঙ্গি হতে পারি। তারপর কেনাকাটার পর টাকা জমা দিতে গেলে পাঁচশো বা হাজার টাকার নোট চোখের সামনে নাচাবে— কারণ আমরা জাল নোট দিতে পারি, একদম শেষে নিরাপত্তা কর্মীরা আবার একদফা ব্যাগ সার্চ করবে কারণ হতে পারে আমরা জামাকাপড় চুরি করেছি। এইভাবে দফায় দফায় অপমানের বেড়ি আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। অথচ দ্যাখ জগা, ছোট বেলায় বাবা–মা আমাদের স্থানীয় নামকরা দোকানে নিয়ে যেতেন পুজোর বাজার করতে। সেখানে দোকানদার বাবাকে বলতেন আসুন আসুন দাদা, বসুন বৌদি। মোটা গদির ওপর সাদা চাদরের ওপর হাত–পা গুটিয়ে বসতাম। দোকানদার কাকুটি বাবাকে চা খাওয়াতো আর আমাকে দিতো লজেন্স। সেখানে কত সম্মান, কতো আদর যত্ন। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, কালের গতিতে এখন সেসব সম্ভব নয়। তবু অনেক দোকানে মৌখিক ভদ্রতা এবং সম্মান এখনও পাওয়া যায়। আমি তেমন দোকানেই যাই আনন্দ সহকারে। তবে সত্যের অপলাপ করব না, ছেলের নাছোড়বান্দা মনোভাবে কখনও কখনও শপিং মলে যেতে বাধ্য হই, তবে আত্মসম্মানটা তখন কুরে কুরে খায়।

জগা বলল— তবে এটাও সত্যি যে, জঙ্গি এবং চোরেরা তো অনেক অসৎ কাজ করে।

—তা করে। তাই বলে সারা সমাজ তার খেসারৎ দেবে? তাও না হয় মানা গেল যে নিরাপত্তার কারণে বিশেষ বিশেষ স্থানে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দ্যাখ, সমস্ত অফিস কাছারিতে এই ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এমন কি একটা পাতি দোকানেও গোপন ক্যামেরা থাকছে। অফিসে গোপন ক্যামেরা বসানো হয়েছে কারণ কর্মচারিরা যাতে ফাঁকি মারতে না পারে। কে কখন কোথায় থাকছে, তা দেখার জন্য কম্পিউটরে সর্বক্ষণ একজন মানুষ নজর রাখছে। অর্থাৎ সবার পেছনে ক্যামেরা। মানুষের প্রতি এমন অবমাননা? এর জেরে কি হয় জানিস আমাদের বিবেক, সম্মান, লজ্জার অনুভূতি আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে যায়। এদেশে অনেক ট্যাক্সি ড্রাইভার, অনেক রিক্সাচালক ব্যাগ ভর্তি টাকা বা সোনাদানা পেয়েও তো থানায় জমা করেছে। অর্থাৎ সমাজে সৎ লোকের অভাব নেই। মানুষকে 'সৎ' বানাবার জন্য একটা প্রক্রিয়া দরকার। সেই কালচার আমাদের দেশে নেই। এদেশে মানুষকে খালি অসৎ বানাবার প্রক্রিয়া চলে।

জগা এই বিদেশিদের কথা ভাব। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ গিয়েছেন ইউরোপ ভ্রমণে। আমেরিকা, ফ্রান্সের শপিং মলে বিক্রেতা থাকেন না। সেখানে ক্রেতারা জিনিস কিনে নিজেরাই দাম কষে, ন্যায্য দাম বাক্সে ফেলে দিয়ে যায়। ওখানকার বাসে ট্রামেও যাত্রীরা নামার আগে ভাড়াটা গেটের মুখে বাক্সে মিটিয়ে দেয়। অধিকাংশ গাড়িতে কন্ডাক্টর থাকেন না।

এই ভাবে সেদেশে যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়, মানুষকে সৎ বানাবার জন্য। গোটা দেশের ব্যবস্থা থাকে মানুষকে সৎ স্বচ্ছ বানাবার প্রয়াস। এদেশে আমরা অসম্মান মাথা পেতে নিতে নিতে আমাদের সমস্ত লজ্জা শরমের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

বুঝলি জগা প্রবীন সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দজী একটা দামি কথা বলেছেন ''আমরা গীতা পড়ি, আর বিদেশিরা গীতা তৈরি করেন।''

অথচ আমাদের 'গীতা' বলেছে— কর্মেই আনন্দ।

জগা জিভ কেটে বলল— সরি দাদা, আমি পুজোর মার্কেটিং ''ঝামেলা'' কথাটা ফেরত নিয়ে নিলাম। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে।

বীরভূম এক্সপ্রেস

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : তালোয়া গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মারা গেল তিনজন। আশঙ্কাজনক অবস্তায় একজন রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। মৃতেরা হলো শ্বেত সরেন, বাবলু মুর্মু, গণেশ মির্ধা।

দুর্ঘটনায় মৃত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ সেপ্টেম্বর নলহাটিতে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় জখম চার পড়ুয়া। ১৪ সেপ্টেম্বর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে তিলপাড়া ব্রিজে ১০ চাকা লরি ও স্করপিওর সংঘর্ষে মৃত দুই, জখম দশ। বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাম্পাসের ঝা পরিবার দুর্গাপুর যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় মারা যায় চালক ভাস্কর বসাক (২৭), নেহা ঝা। বেলিয়া গ্রামে অটো উল্টে মৃত উর্মিলা দেবী জখম ৮ জন। ময়ূরেশ্বরে লরির ধাক্কায় মৃত অঞ্জলি মন্ডল।

বৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ

অভীক মিত্র : ২৫ সেপ্টেম্বর বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে সারাদিন চলে প্রচন্ড বৃষ্টি। রাত্রে আরম্ভ হয় মুষলধারে ভারি বর্ষণ তার সাথে ছিল তীব্র বজ্রপাত। চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছিল। প্রচন্ড বৃষ্টিতে হিংলো কজওয়ে ডুবে যাওয়ায় ২৬ সেপ্টেম্বর বন্ধ থাকে আসানসোল বাস। ফলে বেকায়দায় পড়ে যাত্রীরা। ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল দিকে রৌদ্রজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশ থাকলেও দুপুরের পর থেকে আরম্ভ হয় মেঘের গর্জন।

৫ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর টানা চারদিন বন্ধ ছিল আসানসোল বাস সার্ভিস। কীর্ণাহার, জঙ্গিপুর, বহরমপুর, রামপুরহাট, নলহাটি, সাঁইথিয়া, রাজনগর কুন্ডহিত, সিউড়ি থেকে আসানসোল (ভায়া চিনপাই, পান্ডবেশ্বর) বাস বন্ধ ছিল হিংলো কজওয়ে ডুবে যাওয়ার কারণে। সাপে কামড়ানোর পর ঝাড়ফুঁকে মৃত দুবরাজপুরের তপন বাগদী।

টানা বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে খয়রাশোলের চারটি গ্রাম। মামুদপুর, পূর্ব বড়কোল, ডিহিপাড়া, কেন্দ্রগড়িয়া জলমগ্ন হয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বাড়িতে জল ঢুকে যায়। ভেঙে পড়ে মাটির কাঁচা বাড়ি। ২৭ সেপ্টেম্বর বন্ধ থাকে আসানসোল বাস।

অব্যাহতি চান চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিনেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল রামপুরহাট মহকুমা। হাসপাতালের চাকরি ছাড়ার ভাবনা চিকিৎসকের। মোড়গ্রামে রাস্তার ধারে দোকানে লরির ধাক্কা মারা যায় বলিরাম প্রসাদ। মৃতের আত্মীয়রা রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ১৩ সেপ্টেম্বর ব্যাপক ভাঙচুর, রক্ষী ও চিকিৎসককে মারধর করে। মহকুমা হাসপাতালে মার খেয়ে আক্রান্ত চিকিৎসক চাকরি ছাড়ার কথা সংবাদমাধ্যমকে জানান। আক্রান্ত চিকিৎসক হীরককান্তি দাস, রক্ষী প্রেমানন্দ সিং। রামপুরহাট পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বলিরাম। মৃতের ছেলে সুরজিত প্রসাদের নামেই অভিযোগ দায়ের করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে মার খায় ওয়ার্ড মাস্টার অমিত ধর, নিরাপত্তারক্ষী। ১৭ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিরাপত্তারক্ষীর আঙুলে কামড়ে দেয় রোগীর আত্মীয়। রায়পুর গ্রামে সাপের কামড়ে মারা যায় ভাগ্যধর বর্মন।

১৩, ১৫, ১৭ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালের ভেতরে রোগীর আত্মীয়দের হাতে প্রহৃত হয় চিকিৎসক, রক্ষী, ওয়ার্ড মাস্টার, নিরাপত্তারক্ষী। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
9874017716

ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ ও ক্যানিং মহকুমায় আলিপুর বার্তায় বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9800571969

শতবর্ষের পুজো ভট্টাচার্য বাড়িতে

চন্দননগর

মলয় সুর : চন্দননগর জ্যোতি সিনেমা হলের কাছে যুগীপাড়া এলাকায় প্রাচীনতম পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এখানকার ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গা পুজো যা এবার ১০০ বছরে পা দিল। শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের দিক থেকে নয় অভিনবত্ব আছে এই পুজোর প্রতিমাতেও। চার প্রজন্ম ধরে চলছে এই পুজো। এই দুর্গা পুজোয় রয়েছে নানা বৈশিষ্ট্য। বাড়ির সর্বময় কর্তা স্বর্গীয় নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য বাংলা (১৩৪০) খ্রিস্টাব্দে ইংরাজি ১৯৩৩ সালে প্রথম মাটির ঠাকুর দালানে নিজ হাতে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে পুজো শুরু করেন। তিনি সেইসময় স্থানীয় কাশেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। আবার যজমান ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সালে মারা যান। এই পুজোয় প্রতিমা হয় ৬ ফুট উচ্চতার একচালার সাবেকিয়ানা নির্ভর।বাবার ট্র্যাডিশন অনুযায়ী প্রতিমা নিজেরাই তৈরি করেন। বর্তমানে পরিবারে চারভাই, এঁরা হলেন জ্যোতিষ বাসুদেব চন্দ্রকান্ত ও শশাঙ্ক। চারদিকে থিমের ছড়াছড়ির মধ্যেও এই পুজো স্বমহিমায় টিকে আছে নিজের ঐতিহ্য নিয়ে। শশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য জানালেন কালিকা পুরাণ রীতি অনুযায়ী পুজো হয়। এখানে দেবীর বাহন সিংহের রং সাদা এবং অসুরের গায়ের রং গাঢ় সবুজ হয়। প্রতিমার প্রাচীন ধাঁচে তৈরি টানাটানা চোখ। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই পুজোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দিয়েছে এই পরিবার। প্রতিবারই প্রায় ১ মাস আগে থেকে ছোট ঠাকুর দালানে মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু দু'বছর ধরে অন্য ব্রাহ্মণ পরিবার প্রতিমা তৈরি করছেন। আগে পুজোর দিনগুলিতে ছাগবলি হতো। এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েকবছর আগে নতুন ভাবে মোজাইক করে ঠাকুর দালান তৈরি হয়। কাঠামোর কোনও পরিবর্তন হয় না। যুগ যুগ ধরে দেবী পূজিত হয়ে আসছেন একই কাঠামোয়। তখন এতো পুজো ছিল না। এলাকায় দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা এই বাড়িতে পুজো দিতে আসত। এই পরিবারের পুরোহিত বাসুদেব পুজোর দায়িত্বে থাকেন। তখন গ্যাসবাতি ঠাকুর দালানে জ্বলতো। নবমীতে নরনারায়ণ ভোগ বিতরণ হয়। আজও ঐতিহ্য আর সাত্বিক আচারেই পালিত হয় ভট্টাচার্য পরিবারের পুজো। দশমীর দিন সন্ধ্যায় মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এরপর গোন্দলপাড়া তিলি ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। আবার আগামী বছর মাকে বরণ করার প্রতীক্ষায়।

৩০০ বছরে ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো

নিশ্চিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিশ্চিন্দা ঝিলপারের ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গা পুজো প্রায় ৩০০ বছর পুরনো পুজো বলে এলাকায় অতি পরিচিত। ওপার বাংলায় কয়েক পুরুষ কাটিয়ে এপার বাংলায় ১৯৫২ সালে এসে পুনরায় দুর্গা পুজো শুরু করেন বলে জানালেন পরিবারের দুই সদস্য। প্রথম পুজোর সূচনা করেন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এপার বাংলার সেই পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন বর্তমানে অধ্যাপক পন্ডিত প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য। মাঝের বছর গুলিতে পন্ডিত বীরেন্দ্রনাথ, পন্ডিত দেবেন্দ্রনাথ, পন্ডিত সমরেন্দ্র নাথ–এর হাত ঘুরে পরে এই পুজোর দায়িত্ব পরে বর্তমানে পণ্ডিত প্রদীপবাবুর ওপরে। টানা তিনশো বছর ধরে চলা এই পুজো কোনও বছরই বন্ধ হয়নি। এ মায়ের এক অদ্ভুত খেলা বা লীলা বলে জানালেন দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পুজোর সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দিনে তিনবার অর্থাৎ সর্বমোট নয় বার দেবী পুরাণ মতে চণ্ডীপাঠ করা হয়।

১০৪টা বেল পাতা দিয়ে যজ্ঞ করা হয় এবং পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত বাড়িতে কোনও আমিষ আনা হয় না, কেবলমাত্র নিরামিশ, খাবার প্রচলন আছে সেই অতীত থেকেই যা আজও সমানভাবে বর্তমান। এই পুজোর বিশেষত্ব হল মা দুর্গার বাদিকে অর্থাৎ পুজারির ডান দিকে অবস্থান করেন সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং পুরোহিতের বাঁদিকে স্থান পায় সুন্দরের দেবতা কার্তিক এবং সিংহের গায়ের রং হয় সাদা যা পারিবারিক প্রথা মেনে আজও বিদ্যমান।

বর্তমানে দুই ভাই এবং ভাইপোরা মিলে পুজোর অর্থনৈতিক বিষয়টি পালন করে আসছেন। বাড়ির এক কর্তা বলেন মায়ের অসীম করুণায় আজও সমানভাবে চলছে পুজো কোনও রকম বন্ধ না হয়ে। গত বছর দাদা যতীন্দ্রনাথের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আমরা ভেবেছিলাম ৩০০ বছরের ধারা এবার ভাঙতে চলেছে, মায়ের পুজো এবার হয়তো আর দেওয়া হবে না! কিন্তু কি আশ্চর্য নার্সিংহোম থেকে ডাক্তাররা দাদাকে ছেড়ে দিয়ে পরামর্শ দিলেন যতদিন বাঁচে বাড়িতেই বাঁচুক। দাদাকে কবে ছেড়ে দিলেন প্রশ্নের জবাবে বাড়ির লোক জানালেন মহালয়ার দিনে ছেড়ে দিয়েছেন, ফলে বাড়িতে সেবার পুজো হল, লক্ষ্মীপুজোর একদিন বাদে দাদা মারাও গেলেন। তা একে আমি মায়ের অসীম করুণা না বলে কি বলব?

দাদা যদি মহালয়ার সময় বা আগে পরে মারা যেতেন তাহলে তো পুজো হতো না, ফলে ৩০০ বছরের চিরাচরিত ধারায় কোপ পড়তো এটা তো একপ্রকার অমঙ্গল বলে জানালেন বাড়ির দুই কর্তা। তাই যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুজো আজও মায়ের অসীম করুণার ওপরে টিকে আছে। কথোপকথনের পর রাতে বাড়ির দুই কর্তা একপ্রকার জোর করে মায়ের মূর্তি দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলেন কুমোর বাড়িতে, কাছেই প্রতিমা শিল্পীর বাড়ি, বাইরেই রয়েছে মায়ের মূর্তি, রং কাপড় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মায়ের সর্বাঙ্গে। গয়নাগাটি ছাড়া একচালা প্রতিমার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে দেখা গেল। প্রতি বছরেই একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থেকে ভাগ করে পন্ডিত নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। এবং নির্বাচিত পন্ডিত পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন বলে জানা যায়।

বাউল গান–বাঁকুড়ার টেরাকোটা–বিধানসভার ত্র্যহস্পর্শ পুজোয়

হুগলি

রিম্পি ঘোষ: বাউল গান থেকে শুরু করে বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্প, বিধানসভা, দক্ষিণ ভারতের কাল্পনিক মন্দিরে সেজে উঠছে হুগলি জেলার বিভিন্ন দুর্গোৎসব মন্ডপগুলি। হিন্দমোটর অগ্রণী সংঘ ক্লাবের দুর্গাপুজা এই বছর ৬৪ তম বর্ষে পদার্পন করল। এই বছরের থিম বাউল সম্প্রদায়। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইন্টারনেটের প্রভাবে আমাদের সনাতনী সংস্কৃতি বাউল গানকে বর্তমান প্রজন্ম প্রায় ভুলতেই বসেছে। সেই বিস্মৃত হতে চলা বাউল গানকে এই বার থিমের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে চলেছে ক্লাব কর্তারা। এখানে প্রতিমা, মন্ডপ, প্যান্ডেলের সাজসজ্জা সবই বাউল শিল্পীর অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে। থিমের নামকরণ করা হয়েছে 'বাউল হৃদমাঝারে'। হিন্দমোটর ২২–এর পল্লী স্বেচ্ছাদান দুর্গাপুজা এইবছর রজত জয়ন্তী বর্ষে পদার্পন করেছে। রজত জয়ন্তী বর্ষে এবারের নিবেদন 'জীবন ছায়ায় গাছের ছায়ায়'। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে অহরহ মানুষের রোষে পড়ছে অরণ্য প্রকৃতি। তার পরিনতিতে ঘটছে বৃক্ষ ছেদন ও পরিবেশ দূষণ। বৃক্ষ ছেদন ও পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্যই আয়োজকরা এইরকম থিম নির্মাণ করেছেন। শিল্পী ভাবনায় রয়েছেন কৃষ্ণেন্দু মন্ডল। উত্তরপাড়া মাখলা ১ নং গভঃ কলোনী বিবেকানন্দ সংঘের এইবারের থিমের বিষয় দক্ষিণ ভারতের একটি কাল্পনিক মন্দির। প্রতিবারের মত এইবারও ডাকের সাজের প্রতিমা থাকছে। শ্রীরামপুরের মানিকতলা বাজার সংলগ্ন একটি দুর্গাপুজা মন্ডপের ৯৪ বর্ষে এইবারের থিম 'বিধানসভা'। এত কিছু বৈচিত্র্যের গোলোকধাঁধায় এবার হারিয়ে যেতে হবে হুগলির দুর্গোৎসবে।

বউমা তোমার পায়ে নমস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা সমন্বয় কমিটি গত ১ অক্টোবর তাদের তৃতীয় প্রযোজনা বউমা তোমার পায়ে নমস্কার যাত্রাপালার সূচনা করল। পালার সূচনা করেন থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র এবং বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েতে সমিতির সভাপতি স্বপন রায়। এবারের যাত্রাপালার রচয়িতা ভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালনা ও অভিনয়ে প্রদীপ দাস। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ডাঃ তরুণ রায় (তুষার সরদার, তাপস সামন্ত, প্রবীর দাস, কুনাল মালিক, নবকুমার রায়, প্রলয় মন্ডল প্রমুখ। নায়িকার চরিত্রে থাকছেন মালা গিরি, প্রিয়াঙ্কা প্রমুখ। প্রসঙ্গত আগামী ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ সঞ্চিতা মেলার মঞ্চে যাত্রাপালার প্রথম শো হবে।

শুভ শারদীয়ায় সকলের জন্য রইল অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও শুভ কামনা

পুতুল হালদার
কাউন্সিলর
৬ নং ওয়ার্ড, ডায়মন্ড হারবার পুরসভা

শারদীয়া ও মহরম উপলক্ষ্যে সকলকে সাদর অভিনন্দন

নাসির উদ্দিন বলদিয়া
মৎস্য ও প্রাণী কর্মাধ্যক্ষ
কুলপি পঞ্চায়েত সমিতি

হাওড়া এক্সপ্রেস

জুয়ার ঠেকে রক্তারক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালি নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুইপাড়া নিস্কো কোম্পানির কোয়ার্টারের জুয়ার ঠেকে তুলে নিয়ে এসে অনিল রজক নামে এক যুবককে মেরে মুখ মাথা ফাটিয়ে দেয় কয়েকজন। অভিযোগ অনিল জুয়ার ঠেক থেকে টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

লকার ভেঙে ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার বালিতে এক সরকারি ব্যাঙ্কের এটিএম ভেঙে টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় দুজন। তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ।

লরির চাকায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার সাইকেলে চেপে ডিউটি যাওয়ার সময় হাওড়ার কোলার মোড়ে লরির তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয় লিলুয়ার গণেশ মন্ডলের। পুলিশ লরিটি আটক করলেও চালক পলাতক।

ব্যানার ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া নিশ্চিন্দার রবীন্দ্র পল্লিতে পুজোর ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়ায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে এফআইআর করা হয়েছে। তবে পুরনো বিবাদ থেকেই এই কান্ড বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

থানার বাগানে বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিবপুর থানার বাগান পরিষ্কার করার সময় বোমা ফেটে আহত হন কয়েকজন পুলিশ কর্মী। থানার বাগানে কে বা কারা বোমাগুলি রেখে গেল তা জানা না গেলেও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

খুলে গেল বালি ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ পর্যন্ত খুলে দেওয়া হল বালি ব্রিজের সারাইয়ের দিকটি। উল্লেখ্য, বালি থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার একটি অংশে তিনমাস ধরে কাজ চলছিল। জুলাই মাসের প্রথম থেকে শুরু হয় কাজ। যানবাহন ঘুরে যেত নিবেদিতা সেতু দিয়ে। গত শুক্রবার রাত বারোটায় ব্রিজের সারাইয়ের অংশ খুলে দিলেও সাধারণের ব্যবহারের অনুমতি ছিল না। সারা রাত ধরে চলছিল ট্রায়াল পর্ব। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় যান চলাচল।

চাল, গম কিনে বিলি করেন রণ মজুমদার

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহীত জনদরদী নীতির সঠিক রূপায়ণে ব্রতী বালি নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুইপাড়া রবীন্দ্রপল্লির বাসিন্দা শিল্পী রণ মজুমদার। মুখ্যমন্ত্রী যেদিন থেকে রাজ্যের গরিব দরিদ্র নাগরিকদের জন্যে দুটাকা কেজি চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন রেশন মারফৎ সেইদিন থেকেই রণ মজুমদার নিজের গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে সময় ব্যয় করে লাইনে দাঁড়িয়ে চাল তুলে সেই চাল এলাকার গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করে দিচ্ছেন বলে জানা যায়। তিনি এই কাজ বহু মাস ধরে করছেন, কারণ তিনি গরিব মানুষদের সেবা করতে চান যে, তার জন্যে কোনও রকম প্রচার হোক তা তিনি চান না কোনওভাবেই। সম্প্রতি বালির সাঁপুই পাড়ার পাঁচু বেড়ার রেশন দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে (রণ মজুমদার) কয়েকটি প্রশ্ন করলে তিনি একটু অতীতের দিকে ফিরে গিয়ে বললেন কেবলমাত্র টাকা খরচ করে রেশন তোলাই নয়, অতীতে বহুরকমভাবে গ্রামের গরিব, বয়স্ক মানুষদের বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন ঝড় জলের রাতের গ্রামের কাদা পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে এক বৃদ্ধ গরুর খাবার খড় কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কাদা মাখা রাস্তা দিয়ে সেই বৃদ্ধের পক্ষে ওই খড় বহন করে নিয়ে যাওয়া একদমই সম্ভব ছিল না, ফলে মানবিকতার খাতিরে রণবাবু নিজে তা পিঠে তুলে নিয়ে বৃদ্ধের বাড়িতে পৌঁছে দেন। শেষে তাকে (রণ) প্রশ্ন করা হয় গরিব মানুষের হদিশ পান কি করে? তিনি বলেন আমাদের রাজ্যে এখনও অনেক মানুষ আছেন যারা দুবেলা পেট পুরে খেতে পান না। তাই এলাকার গরিব দুঃস্থ মানুষের হদিস পাওয়া খুব একটা কষ্টকর নয়। কাকে কাকে এই চাল দিয়েছেন নিঃস্বার্থভাবে জিজ্ঞেস করলে রণবাবু নামগুলি একের পর এক বলে চললেন। যদি দেখি আমার আর কারও নাম মনে পড়ছে না তাহলে এলাকার টিএমসি নেতার সাহায্য নিয়ে জেনে নি কাকে বিনা পয়সায় চাল দেওয়া যায়। এইভাবে, আর কি বলেই লাইন কাছে চলে এসেছে দেখে রণবাবু কথা থামিয়ে দিয়ে নিজেই রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে পরলেন হাসি মুখে।

হাওড়ার উল্লেখযোগ্য পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জেলার উল্লেখযোগ্য পুজোগুলির মধ্যে হাওড়ার বিশ্ব মিলনীর দুর্গাপুজোটিও বিশেষ ভাবে প্রথম দশে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা রাখে বলে ধরা যেতে পারে। এ বছর পুজো কমিটির ভাবনায় থিমের বিষয় হল স্বর্গ এসেছে নেমে। অর্থাৎ মাকে ভক্তির মাধ্যমে স্বর্গ থেকে নামিয়ে মর্তে নিয়ে আসাটা হল মূল লক্ষ্য। সর্ব মোট বাজেট রাখা হয়েছে প্রায় সাত লক্ষ টাকা। হাওড়ার অপর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পুজো হল হাওড়ার হাজার হাত কালীতলার পুজোটি। এবারে এই পুজো কমিটির পরিচালনায় পুজোর মূল থিম হল নব আনন্দের ফুলের ছন্দ। ফুল দিয়ে যেমন মাকে পুজো দেওয়া যায় তেমনি ফুলের গন্ধে মানুষ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে পরে। চারদিকে ফুল ফুটলে পরিবেশের চেহারাই অপরূপভাবে বদলে যায়। এখানেই সেই বিষয়টিকেই তুলে ধরতে চান তারা তাদের ভাবনার মধ্য দিয়ে বলে জানান দুজন সদস্য।

বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় নয় লক্ষ টাকা। হাওড়া কাজী বাগান লেন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দুর্গাপুজো কমিটির পুজোটি এবছরেও একটি বিশেষত্ব রাখত চলেছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। পুজোটির সর্বমোট বাজেট রাখা হয়েছে চার লক্ষ টাকা বলে জানালেন পুজো কমিটির সদস্যরা। এ বছরে মূল ভাবনা থিম হিসাবে উপস্থাপনা করা হবে আনন্দ ধারা বিষয়টিকে। দক্ষিণ হাওড়া রামকৃষ্ণপুর পুজো কমিটির পুজোটিও এবছরে ৭৩–এ পা রাখতে চলেছে বলে জানা যায়। পুজোর উদ্বোধন করবেন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের মহারাজ মুরাল ভাই ব্রহ্মচারী, এছাড়া উপস্থিত থাকবেন হাওড়ার মেয়র ডাঃ রথীন চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ শ্যামল মিত্র এবং মন্ত্রী অরূপ রায় সহ আরও অনেকে। প্রতিটি পুজো কমিটির প্রতি বছরই কোনও না কোনও ভাবে সামাজিক কাজকর্মে আবদ্ধ থাকেন বলে জানান।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

পায়ে পায়ে–পাড়ায় পাড়ায়

বর্ষার মেঘের সঙ্গে তীব্র লড়াই করতে করতে যখন শরতের মেঘ উঁকিঝুঁকি দেয় নীল আকাশে তখনই দূষণের শহরের আনাচে কানাচে কাশফুল মাথা দোলায় ধুলো গায়ে। তবু তার সৌন্দর্যে ছাতিম শিউলি ভোর রাতে সুগন্ধের সঙ্গে দেবী বন্দনার আগমনীর জানান দেয়। শুধু হয় বাঙালির সেরা উৎসবের প্রস্তুতির মহাযজ্ঞ। সেই প্রস্তুতির নানা আঙ্গিক, শৈল্পিক দিক, প্রতিমার বিবরণ, নানা পুজা মণ্ডপ ঘুরে তুলে আনলেন প্রিয়ম গুহ ও পার্থসারথি গুহ।

শকুন্তলা পার্ক নেতাজি সঙ্ঘ
বিষয় ভাবনা – 'হারিয়ে যাওয়া শৈশব'

তরুণ প্রতিভাধর শিল্পী প্রীতি রায়ের ভাবনায় এই থিম। অন্তর্জালে আটকে পড়া শৈশব আজ তার মিষ্টতা ও সরলতাকে হারিয়ে ফেলছে। স্মৃতিতাড়িত প্রীতি ঝিম ধরানো সেই ছেলেবেলাকে ধরতে মন্ডপটিকে ভেসেলের অন্তরের রূপে সাজানো হয়েছে। ভিতরের দেওয়ালে শৈশব–কৈশোরের নানা ছবি। মন্ডপের ছাদ থেকে ঝুলছে অসংখ্য নৌকো। নীল আলোর কারসাজিতে তৈরি হয়েছে সমুদ্রের পরিবেশ। সাবেকি জগজ্জননীর অপূর্ব মাতৃমূর্তির পিছনে রয়েছে শরতের নীলাকাশ আর কাশফুল।

বড়িশা উদয়ন পল্লি সর্বজনীন
বিষয় ভাবনা – পুষ্পবৃষ্টি

শিউলি ফুল দেবী শারদীয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গোলাকার মন্ডপের ছাদ থেকে ঝোলানো শিউলির দ্বারা দেখানো হয়েছে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। মন্ডপের ভিতরে প্রবেশ করলে নজরে আসবে অজস্র শিউলির অভিনব উপস্থাপনার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে পুষ্পের বারি ধারা। প্রথম দর্শনেই মনে হবে, আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে দেবীর আহ্বান। সাবেকি দেবীর প্রতিমাতেও রয়েছে শিউলি ফুলে বর্ণালী।

বেহালা নবদারিক ক্লাব
বিষয় ভাবনা : বুদ্ধরূপে শান্তি রূপে

বুদ্ধ হল শান্তির প্রতীক। মা দুর্গা রণচন্ডী মূর্তি ধারণ করলেও তাঁকে আমরা অবশ্যই প্রণাম জানাতে পারি এই বলে যে— 'যা দেবি সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমঃস্তস্যৈ নমঃস্তস্যৈ নমঃ নমহঃ।' এই রূপেই মহামায়ার আরাধনায় মেতে উঠেছে বেহালা নবদারিক ক্লাব। এখানকার মন্ডপে প্রবেশ করলে নিজ মনে বেজে উঠবে 'বুদ্ধম শরণম গচ্ছামি। সঙ্ঘম শরণম গচ্ছামি এবং সর্বোপরি ওঁং শান্তি, ওঁং শান্তি ওঁং শান্তি।

স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক
বিষয় ভাবনা : বাঁক

ভবতোষ সুতারের হাত ধরে সেজে উঠেছে এসবি পার্কের প্যান্ডেল। বিশাল সভ্যতার রথ যাতে বিরাজ করছেন দেবী দুর্গা। মন্ডপে ঢুকলেই দেখা যাবে মানুষের শিরদাঁড়া দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড বাঁক। যার দুই ধারে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সভ্যতাকে। মন্ডপ সেজে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষদের কথা মাথায় রেখেই। কারণ তারাই আমাদের সভ্যতার শিরদাঁড়া। ডাব গাছের ডাগ দিয়ে যে মন্ডপ এতো সুন্দরভাবে সাজানো যায় তা চাক্ষুস করবার জন্য আসতেই হবে এসবি পার্কে।

বুড়ো শিবতলা
বিষয় ভাবনা : শান্তি

শান্তির প্রতীক মানেই বুদ্ধ। তাঁকে মধ্যমণি করেই গড়ে উঠেছে বুড়ো শিবতলার অসাধারণ পুজো মন্ডপ। বুদ্ধর আটখানা শ্লোক আলো এবং অশত্থ পাতার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও সারা মন্ডপ জুড়ে মৌমাছির ঢল মধুর চাকের দিকে ধেয়ে চলেছে। তবে মৌমাছি কামড়ায় না। শান্তির প্রতীক হয়ে নিজের লক্ষ্যে অবিচল। মূল দ্বারে বুদ্ধের মুখে নেমেছে অসংখ্য পাখির ঢল। শুধু শান্তি শান্তি আর শান্তি। দর্শকেরা শান্তি পাবেই।

৪১ পল্লি ক্লাব (হরিদেবপুর)
বিষয় ভাবনা–স্মৃতির মায়াজাল

বাংলার পুরনো দিনের সংসারের মায়াজাল ছেড়ে আজ মানুষ আধুনিকতার ভিড়ে পদচারণা করছে। আজ শান্তির প্রদীপ কেমন ম্লান। মনে হয় আমাদের এই এগনো পিছনে ফেরা নয় তো। এই কথাগুলো ভেবেই শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যার এবারের মন্ডপ 'স্মৃতির মায়াজাল'। প্রিয় জনকে পোস্ট কার্ডে চিঠি লেখা এখন অতীত, মায়ের হাতে বোনা আসন, হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো সে সবই এখন অতীত। এই পুজোয় সে স্মৃতির এক টুকরো ৪১ পল্লির মন্ডপে ছুঁয়ে দেখতে পারেন। এসবসহ মন্ডপ সেজেছে উলের পুতুলে। এখানে প্রতিমা সাবেকি ধাঁচের। লালপাড় সাদা শাড়িতে মাতৃমূর্তি সেজে উঠেছে। আবহ সঙ্গীতে পন্ডিত তুষার দত্ত।

বিবেকানন্দ পার্ক অ্যাথলেটিক ক্লাব (হরিদেবপুর)
বিষয় ভাবনা – 'চমক অল্প স্বল্প/বাকিটা গল্প'

বাংলা সাহিত্যের গোল্ডেন পিরিয়ড উপস্থাপিত হয়েছে। নতুন প্রজন্ম বাঙালিয়ানা কী? বাংলার সংস্কৃতি কী, ঠাকুরমার ঝুলিও অজানা–অপরিচিত। ঠাকুমার ঝুলির গল্পগুলি যে মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়, নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেটা ছড়িয়ে দিতেই এই ভাবনা। উপস্থাপক প্রতিশ্রুতসম্পন্ন শিল্পী অদিতি চক্রবর্তীর ভাবনায় মন্ডপে থাকবে নীনা মডেল। লালকমল–নীলকমল, ব্যাঙ্গমা–ব্যাঙ্গমী কী নেই সেখানে। মন্ডপের সম্মুখে থাকবে ঠাকুরমা নাতি–নাতনিদের নিয়ে। গল্পের ছলে ঠাকুমার ঝুলির নানা কাহিনী উপস্থাপন করা হবে। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের আবহ–সঙ্গীতে পরিপূর্ণতা পাবে। উদ্যোক্তাদের এই অভিনব উদ্যোগ ছোট বড় সকলকেই নস্টালজিক করে তুলবে।

বিবেকানন্দ পার্ক স্পোর্টিং ক্লাব (হরিদেবপুর)
বিষয় ভাবনা : সৃষ্টির উল্লাসে

এবারের মন্ডপ দশপ্রহরিণী মা দুর্গার সৃষ্টি। মা দুর্গা মৃৎশিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় কিভাবে গড়ে ওঠে। এছাড়াও মাতৃ প্রতিমা নির্মাণে সাবেকি যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয়, তার নানারকম নান্দনিক রূপ দিয়ে, নতুন এক শিল্প সমৃদ্ধ অনন্য সাধারণ শিল্পকলাযুক্ত পূজা মন্ডপ এখানে। সৃজনে, রূপায়ণে ও প্রতিমার রূপ কল্পনায় প্রশান্ত পাল। মন্ডপের প্রধান আকর্ষণ প্রতিমা তৈরির সরঞ্জাম।

অজয় সংহতি
বিষয় ভাবনা : মাটি তোদের ডাক দিয়েছে

মহামায়াকে মহালক্ষ্মী রূপে দর্শকরা খুঁজে পাবেন অজয় সংহতিতে। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাসের প্রচেষ্টায় ধান চাষ করা হয়েছে ওখানে, সেই ধান পেকেছে সেই পাকা ধানের গন্ধ মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ধান পাকলেই নবান্ন উৎসব। চাষিদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় আনন্দ উৎসব। সেই উৎসকেই তুলে ধরেছে অজয় সংহতি।

নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ
বিষয় ভাবনা : পৃথিবীটাই দেশ (ভুটান)

বিভিন্ন রাজ্যের পর এবার সুরুচি সংঘ গন্ডির বাইরে বেরিয়ে ভুটানে। ভুটানের নানাবিধ কারুকার্য ও শিল্প দিয়ে তৈরি হয়েছে সমগ্র মন্ডপটি। যারা ভুটানে যাননি তারা অবশ্যই সুরুচি সংঘের মন্ডপে আসতেই হবে তাদের। কারণ একটুকরো ভুটান কলকাতার মাঝে। কাঠে খোদাই করা বিভিন্ন মডেল আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে মন্ডপকে।

চেতলা অগ্রণী
বিষয় ভাবনা : বিন্দু জ্ঞানে সিন্ধু পারে সাত সাগরের পরে

প্রত্যেক বছরের মতোই এবছরেও নতুন চমক চেতলা অগ্রণীর। মা দুর্গার যেমন রূপ আদ্যাশক্তি থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য রূপ অতিক্রম করে মহামায়া দুর্গা মন্ডপে বিরাজিতা। প্রধান দ্বার দিয়েই ঢুকেই দেখা যাবে অসমের বাঁশ থাক থাক করে রাখা। তাই দিয়েই শিল্পী ভবতোষ সুতারের হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয়েছে মহাদেবের মুখমন্ডল। ছবির সৃষ্টি বিন্দু দিয়েই যাকে আমরা বলি পিক্সেল। এই ছবি তৈরির ছবি ফুটে উঠেছে অগ্রণীর মন্ডপে। মূলত অসমের বাঁশ দিয়ে তৈরি এই প্যান্ডেল।

সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্ক
বিষয় ভাবনা : পরমহংস বইছে ভেলা, ত্রিকোণপার্কে বাঁশের খেলা

শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় গড়ে উঠেছে মন্ডপ। হাঁস হল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বাহন যা জল ও দুধকে আলাদা করতে পারে। অর্থাৎ কোনটা ভাল কোনটা খারাপ সেটা বোঝাতে হাঁসকে প্রতীকি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে মানুষ ভালো খারাপের ভেদাভেদ ঠিকভাবে বুঝতে না পারার জন্য আবেশ সেনগুপ্ত, মন্দারমণি ইত্যাদি ঘটনাগুলি ঘটছে। তাই এখানে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে উনি যেন ঠিক ভুলের বিচার করে আমাদের সঠিক পথটা দেখান। সেই পথ খুঁজতে দর্শকদের সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্কে আসতেই হবে। আলোক সজ্জায় রয়েছেন প্রেমেন্দ্র বিকাশ চাকী।

যোধপুর পার্ক
বিষয় ভাবনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাট

মিলন সাহার হাতের কাজে হাট কবিতা অবলম্বনে সেজে উঠেছে যোধপুর পার্কের পুজো। প্যান্ডেল রূপ পেয়েছে গরুর গাড়িতে। এবং তার মধ্যে বোঝাই করা কলসি হাড়ি আর সেই কলসি দিয়েই মা দুর্গার মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। থাকছে বংশীবদন থেকে শুরু করে ভাগনে মদন।

বাবুবাগান
বিষয় ভাবনা : ব্রতচারী

আগে স্কুলে স্কুলে ব্রতচারী প্রশিক্ষণ হতো নিয়মিত। কিন্তু সেই ব্রতচারী সংস্কৃতি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে।তাই সনাতন পাল ব্রতচারীর গুরুত্ব তুলে ধরতে বাবুবাগানে ব্রতচারীর স্মৃতি ফিরিয়ে আনছেন। পরবর্তী প্রজন্মে এর সম্বন্ধে জানাতে এবং গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে মন্ডপ সজ্জা হয়েছে। ব্রতচারীকে ফিরে পাওয়ার জন্য আসতেই হবে বাবুবাগানে।

রানিয়া বিবেকানন্দ ক্লাব সার্বজনীন দুর্গোৎসব
বিষয় ভাবনা : রঙের ভুবনে মায়ের আগমন

গ্রীষ্মের উষ্ণতার একরাশ দীর্ঘশ্বাস ছাপিয়ে প্রকৃতির রঙ রূপ রসকে উদ্ভাসিত করে বৃষ্টির বিন্দুরা, শুষে নেয় মৃত্তিকার সব উত্তাপ। সেই সন্ধিক্ষণেই পৃথিবী সাক্ষী থাকে আশ্চর্য সুন্দর রামধনুর। এই রূপকথা হতে বসা মহোময় দৃশ্যকেই ধোয়া ধুলোর জঙ্গলে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে পুজোর প্রাঙ্গণে 'রানিয়া বিবেকানন্দ ক্লাব সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সদস্যরা।

উত্তর রানিয়া সমন্বয় সমিতির সম্পাদক প্রদীপ কুমার মন্ডল জানান, বিষয় ভাবনা, 'রঙের ভুবনে মায়ের আগমন'। এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি, বর্ষা ও শরতের সন্ধিক্ষণে প্রকৃতির যে রঙ, নীল আকাশ ও সবুজ মাটির মাঝে যে রামধনু তার মধ্যে মায়ের স্নিগ্ধ আবির্ভাব। পুজো কমিটির সম্পাদক অনিল কুমার সাউ জানান, ''বড় কোনও শিল্পী নয় আমাদের ক্লাবের কর্মঠ সদস্যরাই দিন–রাতের প্রচেষ্টায় তৈরি করেছে এই অসাধারণ মন্ডপ। থার্মোকলের থালা–বাটি, স্ট্র, তুলো এসবই মূল উপকরণ। প্রবেশদ্বার নির্মিত হয়েছে বিশালাকার পর্বতে বিরাজমান মহাদেবের ধ্যানরত মূর্তি দ্বারা। আলোর কাজ দিয়ে রামধনুর প্রভাব আনা হয়েছে। আর সাবেকি প্রতিমার পরিবর্তে থিমের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নির্মিত হয়েছে দুর্গা মূর্তি।'

বেলা তিনটের মধ্যে মহরমের মিছিল শেষ করার আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ অক্টোবর ইসলাম ধর্মের অন্যতম পবিত্র অনুষ্ঠান মহরম। উৎসব সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী জানান মহরম হল গণহত্যার করুণ ইতিহাস।

নবী হজরত মহম্মদের পৌত্র হাসান ও হোসেনের সঙ্গে মারিয়ার পুত্র এজিদের খলিফা পদ নিয়ে বিবাদের কাহিনী।

উৎসব সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্বশোকের দিনটি সংযম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের আবেদন করা হয়। পবিত্র মহরম স্মরণে যারা মিছিলের আয়োজন করেন, ওই সংগঠকদের প্রতি কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দবাবুর আবেদন বেলা তিনটের মধ্যে তাজিয়া মিছিল পর্ব শেষ করা, মিছিলের যাত্রাপথে যদি কোনও পুজো প্যান্ডেলেও পড়ে তবে সেখানে জুলুস কমিটির দুই জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা। পাশাপাশি যাত্রাপথের পুজো কমিটিগুলিকেও আবেদন করা হয়েছে রাস্তার আলোকসজ্জা খুলে দেওয়ার। এইসব আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা দরকার।

লায়ন্স সম্মান ২০১৬

পুজোয় শহরের সেরা বেছে নিতে কদিন ধরেই নেমে পড়েছিল লায়ন্স ক্লাবের সিংহ বাহিনী। আর তাদের বিচারে যাবতীয় পুরস্কার ঝুলিতে পুরলো বেহালার তামাম পুজো কমিটিগুলি।

সেরা ৫

সেরা পুজো : নাকতলা উদয়ন সংঘ
সেরা উদ্ভাবনা : স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক সার্বজনীন
সেরা মন্ডপ : সুরুচি সংঘ
সেরা শিল্প ভাবনা : বেহালা বুড়ো শিবতলা জনকল্যাণ সংঘ
সেরা প্রতিমা : সেলিমপুর পল্লী

বিশেষ সম্মান : বড়িশা ক্লাব, বেহালা ফ্রেন্ডস, বেহালা নতুন দল, খিদিরপুর ২৫ পল্লী, অজয় সংহতি

অ্যাপ্রিসিয়েশন সম্মান : বেহালা ক্লাব, দেবদারু ফটক, বেহালা ২৯ পল্লী, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, বেহালা উদয়ন পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব

উৎসাহপ্রদান : বেহালা মিত্র সংঘ, কাটজুনগর সার্বজনীন উৎসব

নোদাখালীর থিম ১৬তে ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী সার্বজনীন পূজা কমিটি তাদের ৪৯ তম বর্ষে নিবেদন করছে '১৬তে ১২'। অর্থাৎ ২০১৬ সালে তাদের অভিনব মহাকরণের আদলে গড়া মন্ডপে দশভূজার দুর্গার ১২টি রূপ ফুটে উঠবে। এই ১২টি রূপ হল মহিষাসুর মর্দিনী, দেবী মহাগৌরি, মহাদেবী, দেবী অম্বিকা, দেবী চামুন্ডা, দেবী গঙ্গা, দেবী রুদ্র চণ্ডী, দেবী কালরাত্রি, দেবী বিষ্ণুমায়া, দেবী উগ্রচন্ডা, দেবী চন্দ্রকলা, দেবী ব্রাহ্মণী। প্রতিমা শিল্পী ব্রহ্মময়ী মৃৎশিল্পালায়। মন্ডপ সজ্জায় আছে রোহিত ডেকরেটার্স। পূজা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পুলকেশ সাহা জানিয়েছেন, পঞ্চমীর দিন শুভ উদ্বোধন হবে। শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে যতীন্দ্র ক্লাবের মাঠে রীতিমতো মেলা বসে যায়।

সখী ভাবনা কাহারে বলে

সুকুমার মন্ডল

এই শতকের আমদানি থিম। বাজারে ফেলা মাত্র হিট। পাবলিক খাচ্ছে — এই রিপোর্ট পাওয়া মাত্র দুনিয়ার স্পনসররা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গত বিশ বছরে থিমের বিস্তার হু হু করে বেড়েছে। হুজুগে মাতার ব্যাপারে বাঙালিরা আর সব্বাইকে বহুত যোজন দূরে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। মারাঠিরা অনেকদিন যাবৎ গণেশ ওরফে সিদ্ধি বিনায়ককে প্রায় দখল করে রেখেছিল, কি অন্যায় ভাবুন! ওরে গণেশ বাবা–কি তোর একার। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। পাড়ায় পাড়ায় গণেশ পুজোর ধূম পড়ে গিয়েছে। শুধু কি গণেশ, এই সেদিন পর্যন্ত জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই চন্দননগর–ভদ্রেশ্বরকে বুঝত লোকে, ছি ছি কি অবিচার। জগদ্ধাত্রী পুজোর অধিকার আর কারও থাকবে না, এমন কোনও ফরমান কেউ কোনদিন জারি করেছে বলে শোনা যায়নি, তাহলে কোন অপরাধে এই আমোদ থেকে বাকি বাঙালিরা এতকাল কেন বঞ্চিত ছিল বলতে পারেন? তবে ক্ষোভ–আক্ষেপ ঝেড়ে ঠেলে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি, জগদ্ধাত্রী পুজোর কপিরাইট চন্দননগরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে উদ্যোমী বঙ্গবাসী।

থিমের কেরামতি এখনও পর্যন্ত দুর্গা মায়ের ওপর দিয়েই চলছে। কালী, সরস্বতী, বিশ্বকর্মা ইত্যাদি দেবতাদের ওপর থিম এখনও তেমন করে ভর করে নি। তাই এখনও পর্যন্ত থিমের তান্ডব মা দুর্গাকে ঘিরেই চলছে। দুর্গাপুজোর হুজুগ যে এমন বিক্রয়যোগ্য মাধ্যম হতে পারে তা কিন্তু গত শতকে কারোর মাথা থেকে বেরোয়নি। গত শতকের সত্তরের দশকে মাটির ঠাকুরের বদলে শোলা, বাঁশের কঞ্চি, চন্দন কাঠ, ঝিনুক ইত্যাদি দিয়ে প্রতিমা নির্মাণের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তবে তা এক দশকের বেশি স্থায়ী হয় নি। সে সময়েও কিন্তু স্পনসরাকাঙ্খী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো লোকের চোখে পড়ার জন্য ঝাঁপায় নি। চোখ খুলে দিল এক রং কোম্পানি। ক্লাবে ক্লাবে সেরা হওয়ার লড়াই বাসনাতে ধুনো বাতাস দিয়ে সেরা পুজোর পুরস্কার চালু করে বসল। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, নাথিং রং ইন ইট।

মায়ের পুজোয় আবার লড়াই কেন ভাই? সবার লক্ষ্যই তো এক, মায়ের আরাধনা করা। সেই প্রচেষ্টাকে ভালো বেশ ভালো, খুব ভালো সবার সেরা ইত্যাদি জয়টিকা না দেগে দিলে কি চলছিল না। আজ্ঞে না মশাই, ওসব সেকেলে মানসিকতাকে ঝেড়ে ফেলুন দিকি, এখন পুজো মানে লক্ষ্য একটাই, প্রোডাক্ট বেচতে হবে। লক্ষ লক্ষ উপভোক্তার কাছে এক লহমায় পৌঁছানোর এমন মসৃণ পথ আরও আগে কেন আবিষ্কৃত হয়নি কে জানে। মণ্ডপের অঙ্গসজ্জার বাহার বৈচিত্র্যের জনপ্রিয়তা যত বেশি হবে, সেখানে সেখানে ভিড় উপচে পড়বে। যত বেশি লোকে হামলে পড়বে তত পাবলিসিটি। তাই বানাও নিত্যি নতুন থিম। থিম এমন হওয়া চাই যা অন্যেরা এখনও ভাবেনি। এ লড়াই প্রেস্টিজের লড়াই, রীতিমতো মান সম্মানের ব্যাপার। প্রতিপক্ষ পুজো কমিটির নাকে যদি ঝামা না ঘষে দেওয়া গেল তবে কিসের থিম! আমার প্যান্ডেলে উপচে পড়া ভিড় চাই, হাফ–কিলোমিটার থেকে নো–এন্ট্রি চাই। কোনও এক আনাড়ি কর্মকর্তা বলে উঠল, কেন নো–এন্ট্রি কেন। বাকিরা হেসে উঠল, তারপর বোঝালো দর্শনার্থীরা যদি গাড়ি নিয়ে গড়গড়িয়ে সামনে চলে আসে তাহলে লাইনটা হবে কোথায় শুনি। আমাদের ক্লাবের একটা ঐতিহ্য নেই! প্যান্ডেলের সামনে অন্তত হাফ কিলোমিটার লাইন না থাকলে সবাই আমাদের পুজোকে এলেবেলে ভেবে বসবে। কেউ কষ্ট করে এলেবেলে সাধারণ ঠাকুর দেখতে আসে নাকি!

থিম বানালেই হল না, অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তা লালন করতে হয়। গত বছর পুজো শেষ হওয়া মাত্র পরের বছরের ভাবনার খোঁজ শুরু করে দিয়েছিলাম, তবে না এবছরের মার–কাটারি ভাবনাটাকে দাঁড় করাতে পেরেছি।

অ্যাঁ বলেন কি, গোটা বছর জুড়ে ভাবনা খুঁজেছেন, আমি বিস্ময় প্রকাশ করি!

নিদারুণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জনৈক পুজোকর্তা কাম নেতা কাম মন্ত্রী জানালেন, মাত্র একটা বছর বেশি হল কোথায়, একটু খবর–টবর রাখুন নইলে পিছিয়ে পড়বেন। যাহোক–তাহোক ভাবনা নিয়ে আমরা নামি না। যা কেউ কোনও দিন করেনি, কোনও দিন ভাবেনি, আমাদের

মায়ের পুজোয় আবার লড়াই কেন ভাই? সবার লক্ষ্যই তো এক, মায়ের আরাধনা করা। সেই প্রচেষ্টাকে ভালো বেশ ভালো, খুব ভালো সবার সেরা ইত্যাদি জয়টিকা না দেগে দিলে কি চলছিল না।

ভাবনা সেখানে ঘোরাফেরা করে। ভাবনা–কে দানা পাকানোর জন্য হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী, ছত্তিশগড় কিংবা ওড়িশা, লাল মাটির পুরুলিয়া কিংবা সাঁওতাল পরগনার প্রত্যন্ত গ্রাম, কোথায় না দৌড়েছে আমাদের লোক। তাদের কাজ হল সেরাটিকে খুঁজে বের করা। এরপরও কি ঝক্কি কম। শিল্পী ও তাদের দলবলকে মাস দুয়েক ধরে নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপে রেখে কাজটা নামিয়ে নেওয়া। একটু অসাবধান হলে থিম চুরি হতে কতক্ষণ। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার, কোনওরকম ঝুঁকি তো আর নেওয়া চলে না!

অতীতে বহু ক্লাব স্পনসর–ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে জাঁকালো পুজো করে এসেছে, তাহলে আজ হঠাৎ সার্বজনীন পুজো স্পনসর ধরার ফ্যাশন প্যারেড হয়ে উঠল কেন বলুন দেখি? বছর কুড়ি আগে, সেরা পুজোর পুরস্কার ঘোষণার পর থেকেই স্পনসরার ধরার জন্য হুড়োহুড়ি চালু হয়েছে। পুরস্কার ঘোষণা হলেই পুজোর জনপ্রিয়তার গ্রাফ সাঁ করে ওপর দিকে উঠে যায়, উপচে পড়ে ভিড়, সেই সঙ্গে স্পনসরদের আনাগোনা বাড়ে সেই ক্লাবে। এখনকার দুর্গাপুজোর কত খরচ–খরচা হয় তার কোনও ধারণা আছে আপনার? আপনি যদি ভেবে থাকেন, আপনার দেওয়া ওই পঞ্চাশ–একশো টাকার ছিঁচকে চাঁদায় এমন জাঁকালো সব পুজো নামছে, তাহলে সেটা পাহাড়–প্রমাণ অজ্ঞতা। এখন আলোর খেলা, মন্ডপ সজ্জা থেকে শুরু করে প্রতিমা কিংবা মহিষাসুর সব ওই স্পনসরদের দখলে। দেওয়ালের রঙ, প্রসাধনী–সামগ্রী, চুলের রঙ থেকে শুরু করে মায়ের গহনার ডিজাইন স্পনসর করে বসে আছেন একাধিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। সংবাদ–মাধ্যমগুলির অনেকেও এদের দলে ভিড়ে গিয়েছেন। তারা বেছে নেন পছন্দের কিছু পুজো। মন্ডপ নির্মাণ থেকে রোজই ধাপে ধাপে কভারেজ হতে থাকে, সুচতুরভাবে জনগণের ড্রয়িং–রুমে ঢুকে পড়ে জনমতের জোয়ার তৈরি করে দিচ্ছেন এঁরা।

একজন গোবেচারা নাগরিক বলে বসলেন, সবই যখন স্পনসররা করছে, পুজোটাও ওনারা সেরে ফেলছেন না কেন।

এমন আলটপকা মন্তব্যতে যারপরনাই আহত হলেন কোনও ধুমধাড়াক্কা পুজোর মেজকর্তা। বেশ খিঁচিয়ে উঠে বললেন, পুরাণ–টুরাণ কিছু পড়েন নি, তাই অমন অলক্ষুণে কথা বলতে পারলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম, রাগ করছেন কেন, ওঁর পরামর্শটা একটু ভেবেও তো দেখতে পারেন!

প্রবল হুঙ্কারে আমাকে পায়ে মাড়ানোর স্টাইলে উনি বললেন, স্পনসরদের অমন ঠাট্টা–তামাশা করবেন না। মা দুর্গা স্বয়ং নানা স্পনসরদের সাহায্য নিয়ে তবেই মহিষাসুরের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে গিয়েছিলেন। ভেবে দেখুন, দুর্গার হাতে ঢাল, তরোয়াল, ভল্ল, খড়্গ, সুদর্শন চক্র, ত্রিশূল, সাপ–খোপ ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র এক একজন দেবতাদের দেওয়া এবং এসবে মা এতটুকু আপত্তি করেন নি। অথচ দেখুন ওই সব দেবতারা নেপথ্যে লাইভ টেলিকাস্ট দেখছিলেন আর লড়াইটা মা একাই করেছিলেন। পুজোর ঝক্কি–ঝামেলা যদি আজকের ইয়ংরা না সামলায় তাহলে ওরা যাবে কোথায়, করবে কি? ক্লাবের টগবগে ছেলেদের পক্ষে বসে বসে ভ্যারেন্ডা ভাঁজার চেয়ে বছরের বেশ কটা মাস পুজো–টুজো নিয়ে মেতে থাকা অনেক স্বাস্থ্যকর! আপনারা মশাই কারো ভালো দেখতে পারেন না, খালি কূটকচালি...।

কিন্তু স্পনসরদের খুশি করতে গিয়ে যদি পুরস্কার হাতছাড়া হয়ে যায়! তখন তো আর্থিক ক্ষতি।

হরি হরি এতক্ষণে এই বুঝলেন আপনি। পুরস্কার কি একটা মশাই, একটা ফস্কালো তো কি হয়েছে। এখন লাইন দিয়ে স্পনসররা পুরস্কার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যত বারোয়ারি পুজো, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি স্পনসরার, প্রাইজ না নিয়ে আপনার ক্লাব কদাপি খালি হাতে ফিরে যাবেনা। আপনাদের প্রাইজ দিয়েই ছাড়বে। এখন সব ক্লাবেই আবির ওড়ে, সব মন্ডপেই সদলবল সেলিব্রিটিদের পদধূলি, সব ক্লাবের কর্মকর্তাদের মুখেই সাফল্যের চওড়া হাসি, এবং সবাই সেরা!

মাঙ্গলিকী

রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎযাপন

ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস কলেজ তাদের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সম্প্রতি। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় 'নহি আমি সামান্যা নারী'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অতিথি পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাসব চৌধুরী। এছাড়াও মধুমিতা ঘোষাল (পরিচালন সমিতির সদস্যা), অরিন্দম মল্লিক (পরিচালন সমিতির সদস্য), পুরপিতা মানসরঞ্জন রায় (৩ নম্বর ওয়ার্ড , দক্ষিণ দমদম পুরসভা)। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা শিবানী দত্ত ও বর্তমান অধ্যক্ষা ডঃ শুক্লা হাজরা।

৩ জন ছাত্রী নিয়ে এই কলেজের পথ চলা শুরু হলেও বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৬০০। এই রজতজয়ন্তী বর্ষকে আরও সমৃদ্ধশালী করেছে ভূগোল ও শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম। আগামী দিনে নারী শিক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জীবানন্দ সভাঘরে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ লেখকের ৩৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন জয়ীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে উপস্থিত (বাঁ দিক থেকে) সাহিত্যিক সুনীল দাস, চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার ও সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

নামখানায় রক্তদান শিবির

অমিত মন্ডল : গত ২৯ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক কফি দিবসে নামখানার সাতমাইলে জেলাপরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুইয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক মহান রক্তদান শিবির। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শিবিরের উদ্বোধন করেন। এরপর উরিতে নিহত ভারতের ১৮ জন জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। শিবিরে ৭৩ জন মহিলা সহ ১৫০ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী মালি বলেন, প্রতি বছর মহালয়ার আগে অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবির মানুষকে সমাজ সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করে। অখিলেশবাবু রক্তদাতাদের সম্মান জানিয়ে এই কাজের জন্য তাদের ভগবান ভালো করবেন বলে প্রার্থনা জানান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আদালত খাঁ, ধীরেন দাস সহ বহু স্থানীয় মানুষ।

সন্তোষপুরের মাতৃসংঘের 'নন্দ উৎসব'

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৮শে আগস্ট উপরোক্ত সংগঠন পালন করলেন 'নন্দ উৎসব'। পূজাপর্ব শেষ করে সন্ধ্যায় বিভিন্ন বয়সের মহিলারা মূলত গানের মাধ্যমেই 'জন্মাষ্টমী' পালন করলেন সংগঠনের সম্পাদিকা, তথা সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথের পরিচালনায়। যথারীতি আসর বসল পাপড়ি নাথের বাসভবনের সুসজ্জিত সভাঘরে, ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ–মা সারদা ও তাঁদের 'সন্তান' স্বামী বিবেকানন্দের শ্বেত পাথরের তৈরি প্রতিকৃতি সমৃদ্ধ বেদির সামনে...

সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন যথারীতি স্বনাম খ্যাত বাচিক শিল্পী ডাঃ নীলাদ্রী বিশ্বাস। প্রথমে তিনি পাঠ করলেন জন্মাষ্টমী ও মহারাষ্ট্রের 'দহি হান্ডি' উৎসব নিয়ে লেখা দোয়েল দত্তর মনোগ্রাহী নিবন্ধটি— বাচিক শিল্পী ডাঃ বিশ্বাসের পাঠও ছিল চিত্তাকর্ষক। মন্দিরা চক্রবর্তীর 'নন্দ উৎসব' নিয়ে লেখা আরও একটি ভাষ্য পড়লেন সঞ্চালক। এর পরেই মহিলাদের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হল স্তোত্র পান, আরও গান, 'কৃষ্ণ প্রেমে মন মজেছে তার', 'নন্দ লালা সনে' প্রভৃতি গান; এই পর্বের অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা পাপড়ি দেবীরই। আর এই গানের পর্বে বালিকা দিদির সাথে একটি শিশুর কৃষ্ণ সাজে সজ্জিত নৃত্যর পরিকল্পনা ছিল অভিনব।

এই পর্বেই আরও শোনা গেল ভজন, 'যমুনাতীরে' (গানটি একটু 'হোঁচট ' খেলো!)। একক সঙ্গীত নিবেদন ছিল পাপড়ি দেবীর, 'হে গোবিন্দ', 'মন একবার' প্রভৃতি গান (এগুলি কি তাঁরই সুর সমৃদ্ধ রচনা?); গানটির শেষ পদটি বারবার ধ্বনিত হল দোহা হিসাবে সকলের কণ্ঠে— অনবদ্য পরিকল্পনা ও পরিবেশনা সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথের। এইভাবেই শেষ হল প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান তথা 'নন্দ উৎসব'।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল গান, কবিতা পাঠ প্রভৃত যা এই বিশেষ সন্ধ্যাটিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলল। এদিনের আসরে প্রথম আসেন বনানী ব্যানার্জী। তিনিই প্রথম গান শোনালেন ('শিউলি ফুল' ও 'না গো না'— প্রথম গানটি ছিল যথাযথ; দ্বিতীয় গানটিতে সামান্য 'হোঁচট' ঘটল বোধহয় এক ঘন্টা ধরে পথ বিভ্রান্তির ক্লান্তিতে— তবে গানটিতে গলা মিলিয়ে 'হেঁইও মারো টান' দিলেন পাপড়ি নাথ!...)। আসরে উপস্থিত বিরাট মহিলা বাহিনীর সামনে মাত্র কয়েকজন পুরুষ প্রদীপের মতন টিমটিম করে জ্বলছিলেন! এঁদের মধ্যে প্রথমে ৭৫–এ পা দেওয়া সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কাঠগড়া'য় দাঁড় করানো হল! তিনি 'সাহস' সঞ্চয় করবার জন্য সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাসের অনবদ্য 'স্বপ্নের আনাগোনা' ছড়াটিই পড়লেন। তারপর 'সাহস' পেয়ে (শ্রীকৃষ্ণের সন্ধ্যা বলেই?) তাঁর প্রকাশিত কবিতা, 'উলঙ্গ রাজা ফিরে এলো' পড়লেন এরপর ভাল আবৃত্তি শোনালেন শিখা বসু দাস; তিনি শোনালেন 'তোমার সঙ্গে দেখা হলে' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) ও 'সেই গল্পটা' (পূর্ণেন্দু পত্রী)।

তরুণী সঙ্গীত শিল্পী দেবপ্রিয়া ভট্টাচার্য শোনালেন প্রথমে রাগমিশ্রিত ভক্তিমূলক গান, 'বংশীধারী' পরে শোনালেন ভানুসিংহের পদাবলী থেকে 'সজনী, সজনী', সুন্দর পরিবেশন। এদিন আসরে প্রথম আসেন বালুরঘাট থেকে বাচিক শিল্পী স্বপন সরকার। তিনি বালুরঘাটে আবৃত্তি চর্চার সংগঠনের কথা বললেন, যা '৯৫/'৯৬ সাল অবধি প্রাণবন্ত ছিল। তারপর বন্ধ হয়ে যায়। আবার নূতন করে শুরু হয় ২০০১ সাল থেকে। এই সংগঠনের সাথে বাচিক শিল্পী ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস ও একসময় যুক্ত ছিলেন। স্বপন সরকারের 'কৃপণ' পাঠ ভাল লাগল। ভাল লাগল প্রণতি বসুর উদাত্ত কণ্ঠে গীত 'সুখে কেন রাখবে আমায়'।

বরিষ্ঠ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে স্তোত্র পাঠ আসরকে হীরকদ্যুতির ঔজ্জ্বল্য দিল। ধর্ম নিয়ে অতি সমৃদ্ধ অথচ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর বক্তব্য থেকে জানা গেল : সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সনাতন ভারতবর্ষের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল আর তাই তো বলা হয় 'সম্ভবামি যুগে যুগে'... অসাধারণ আবৃত্তি শোনালেন শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক' কবিতাটির।

সংগঠনের সম্পাদিকা, সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথ আলাদা ভাবে শোনালেন 'আমার না বলা বাণী' গানটি, আরও একবার প্রমাণ রাখলেন কেন তাঁর কাছে গানের তালিম নেন অনেক বরিষ্ঠা মহিলা সঙ্গীত শিল্পী... অতঃপর সঞ্চালক ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাসের কথায় আসি। এদিন তিনি আবৃত্তি শোনালেন 'উত্তরণ' ও 'সবলা' কবিতা দুটির, বিশ্বকবির দুটি আলাদা আলাদা মাত্রার ভাব সমৃদ্ধ কবিতা দুটি— অনবদ্য পরিবেশন, আবৃত্তিকার হিসাবে ডাঃ বিশ্বাসের সুনামের নতুন করে পরিচয় তুলে ধরল এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে আসর ভাঙার পরেও, 'সব কিছু শেষ হলে কিছু থাকে বাকি'র মতন চলতে থাকে সাহিত্য–সংস্কৃতির আসর ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস, পাপড়ি নাথ, বনানী ব্যানার্জীর গানে আর তারই মধ্যে 'গুঁতিয়ে ঢুকে পড়া' জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকী জাদু প্রদর্শনে ('ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'!)...

সবশেষে দুঃখ, এদিন কিন্তু সব মিলিয়ে গান ছিল কম, 'ভোজন পর্ব' ছিল বেশি, পূজার 'ভোগ ভক্ষণে; অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক কারণ এদিন তো ছিল 'নন্দ উৎসব'...

বিশেষ আসর আবার কবে বসবে? যোগাযোগ : পাপড়ি নাথ, মোবাইল : ৯৭৪৮৮১৭৫৩১/ ৯১৮০১৭৩৪৫৭৩৬।

আরও : বিভিন্নজনের বিভিন্ন পরিবেশনকে তাঁর অনবদ্য বাচনের মাধ্যমে। 'বিনি সুতোর মালা'–র মতন গেঁথে রাখলেন সঞ্চালক ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন 'ছাত্রী'কে 'ধমক' (?) দিয়ে আসরে কৌতুক রস বইয়ে দিলেন সংগঠনের সম্পাদিকা পাপড়ি নাথ...

যথারীতি আসরে মাইকেরও ব্যবস্থা ছিল। মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪১।

উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী

কুনাল মালিক : গত ২৮ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ শহরতলির বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বি–বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি উন্মোচন করেন বিধায়ক অশোক দেব। ওদিন বিদ্যালয়ের মুখপত্র 'শিউলি' প্রকাশিত হয়। পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের মানপত্র ও সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। হস্তশিল্প ও বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গান–আবৃত্তি–নৃত্য পরিবেশন করে ছাত্রছাত্রীরা। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, এভারেস্ট জয়ী দেবরাজ দত্ত প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়।

'দখলদারি'!

উল্টোপাল্টা

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানিং লক্ষ্য করছি বহু লিটল ম্যাগাজিনে বহু বিবাহিতা লেখিকারা তাঁদের নামের সাথে দুটি পদবি ব্যবহার করছেন— তাঁদের বর্তমান পদবি, সেই সাথে তাঁদের আগের পদবি। অর্থাৎ ভানটা হচ্ছে, 'একটা নতুন পেয়েছি বলে আগেরটা ছেড়ে দেব কেন— এ্যাঁ?

একদম ঠিক! তাই আমিও ঠিক করেছি কিছুটা দেরিতে হলেও (মাত্র ৭৫) এখন থেকে আমি যিনি ৪৫ বছর আগে আমার হাত ধরেছিলেন (চুপিচুপি বলি, 'হাত মুচড়ে দিয়েছেন'!) তাঁর আগেকার পদবিটা নিয়ে এখন থেকে আমার নাম লিখব, 'অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়'... আমি সুনিশ্চিত, বহু পুরুষ এতে উদ্দীপ্ত হয়ে এগিয়ে আসবেন, আমার সাথে মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে তুলে ('সব হারাদের ??!) শ্লোগান দেবেন, 'হামলোগ ভি দখলদারি চালায়গা, চালায়গা'! কারুর অপত্তি আছে?

অলৌকিক ঘটনা সাক্ষী করে

২৪১ বছরে হরিতকি বাড়ুজ্যে পরিবারের পুজো

অভীক মিত্র, হরিওকা (বীরভূম) : অলৌকিক ঘটনা সাক্ষী করে বিল্বডাল পুজোর মাধ্যমে প্রায় ২৪১ বছরের পদার্পণ করলো বীরভূম হরিতকি গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গা পুজো। নলহাটি শহরের পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম হরিতকি।

● পরিবার সূত্রে জানা যায়, বেশ কয়েক বছর দুর্গাপুজো হওয়ার পর পুজো বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মীয় সূত্রে থাকায় শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় হরিতকিতে বসবাস করেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন কে যেন বলছে, 'তুই আমার পুজো চালু কর।' আনুমানিক ১১৮৩ সালে শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় একচালের ওপর দেবীমূর্তির পুজো শুরু করেন। বানেশ্বর ও হরি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামের দুই ছেলে। দুই ভাই মিলে পুজো করতো। হরি বিবাহ করেন নি। বালেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো চালাতেন। প্রমথনাথ, সুরথ নাথ, বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বালেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন ছেলে। বালেশ্বর মারা যাওয়ার পর তিন ছেলে মিলে পুজো করতো। আর্থিকাবস্থা ভালো না থাকায় খুব কষ্টে পুজো হতো। মাটির এক খড়ের ছাউনির মন্দির ছিল।

● প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই ছেলে দুর্গেশচন্দ্র এবং বিমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরথ নাথের দুই ছেলে— হীরালাল, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বলরামের চার ছেলে— দুলালচন্দ্র, উত্তম, সমীর, প্রণব। প্রমথনাথ মারা যাওয়ার পর দুর্গেশচন্দ্র, হীরালাল মিলে চল্লিশ বৎসর পুজো চালিয়েছিলেন। তিন শরিক মিলেই পুজো হয়ে আসছে কোনও পালি বা ভাগাভাগি হয় নি। বাংলার ১৪১৫ সনে মন্দিরটি ভেঙে পাকামন্দির করে।

● পঞ্চমীর রাত থেকেই বিল্বডালের পুজো হয়— ''ওঁ চতুর্ভজং বিল্ববৃক্ষৎ রজতাভং বৃক্ষস্থিতম... এবং ওঁ জটাজুটসমাযুক্তমজেন্ধুকৃতশেরকম''... এই মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে শুরু হয় মায়ের পুজো। ষষ্ঠীর দিন সকালে মায়ের ঘট এবং নবপত্রিকা পুজো করে মাকে মূলবেদীতে তোলা হয়। মৃন্ময়ী রূপেন দুর্গা সপ্তমীর দিন পঞ্জিকার সময়ানুযায়ী অধিবাস এবং নবপত্রিকা আনা হয়। শুরু হয় মায়ের আরাধনা, পুজোর্চনা। একটি ছাগবলি দেওয়া হয়। চিরাচরিতানুযায়ী সপ্তমীর দিন মায়ের অন্নভোগ হয়— সাতরকম ভাজা, কচুর শাক, ভাজা কলাইয়ের ডাল, নানা তরকারি, পায়েস এবং চাটনি। মহাপ্রসাদ দিয়ে সপ্তমীর অন্নভোগ, রাত্রে আরতি হয়। ৪৮ মিনিটের সমার্পণ হয়। কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। সন্ধিপুজোর আগে প্রচুর সিঁদুর দিয়ে একটি চারকোনা আসন পাতা হয় মায়ের কাছে। পুজোর শেষে আজও মায়ের দুটি চরণ সিঁদুরের আসনে পড়বেই। একটি ছাগবলি হয় বলির সময় মায়ের মাথার ওপর থেকে একটি ফুল পড়ে। নবমীর দিন যজ্ঞ, সাতরকম ভাজা সহ অন্নভোগ, মায়ের সামনে ৫–৬টি ছাগবলি হয়। কারোর মানসিক থাকলে ওই দিন বলিদান দেওয়া হয়। চালকুমড়ো বলিদান

বীরভূম

দেওয়া হয়। বলিদানের শেষে ঢাকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ির সবাই নাচতে নাচতে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। সর্বশেষে হোম, যজ্ঞ, পূর্ণাহুতি ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। রাত্রে মায়ের আরতি হয়। দশমীর দিন ফল, মিষ্টি, সিদ্ধি, চিড়ে, দই, কলা, গুড়, নাড়ু, মুরকি দিয়ে শেষ হয় দশমী পুজো। এবার দেবীকে বিদায় দেবার পালা। প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় ষষ্ঠীর রাত্রে বাথরুম যাবেন বলে বিছানা থেকে উঠে সামনের মন্দিরে দেখেন চুল খোলা অবস্থায় লাল শাড়ি পরে কে যেন প্রবেশ করছে। হঠাৎ চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যান। প্রায় ১৫ বছর আগে হরিতকি গ্রামের মন্ডলবাড়ির এক বউ বালিকা মন্ডল সপ্তমীর সকালে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। ওই সময় মায়ের সপ্তমীর ঘট, নবপত্রিকা নিয়ে পুকুরে যায়। ওই সময় বালিকা জলে নেমে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো আলো দেখতে পায়। পুকুর থেকে ছুটে মায়ের মন্দিরে এসে পড়ে যায়।

● এখন পুরোহিত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ২০ বছর আগে মন্দিরের উঠানে ৫–৬ ফুট লম্বা বিশাল মোটা একটা সাপ দেখেন। লোকজন ডাকাডাকি করলে সাপটা কোথায় উধাও হয়ে যায়। ২০০৮ সাল (বাংলার ১৪১৫ সন) মন্দিরটি পাকা করা হয়। পঞ্চমীর দিন মন্দিরের অভিষেক করা হয়। অভিষেকের সময় ভুলত্রুটি থাকায় দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কে যেন বলেন, গ্রামের ১৩ জন সধবা মিলে যেন ১১টা মঙ্গলঘট আনা হয়। বেদীর চারপাশে ঘটগুলি রাখা হয়। সেই কথানুযায়ী বাড়ির ১৩ জন বউ সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা ও মায়ের ঘট ভরে নবপত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে ১১টা ঘট এনে মায়ের মন্দিরে বেদীর চারপাশে রাখা হয়। ব্যানার্জি বাড়ির তিন শরিক নলহাটিতে বাড়ি তৈরি করে আছেন। আমাদের পত্রিকার মাধ্যমে সকলকে পুজোয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিতকি গ্রামে মা দুর্গা, মনসা দেবী, রটন্তীকালীর মন্দির আছে। মঙ্গলচন্ডীর পুজো হয়, মাঘ মাসে রটন্তী কালী পুজো হয়। আষাঢ় মাসে মা মনসার পুজো শুরু হয়।

রথের দিন মায়ের গায়ে মাটি দিয়ে কাঠামো পুজো হয়। বর্তমানে পৌরোহিত্য করেন তাপস ও নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

''ওঁ সর্বমঙ্গল, মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তুতে।'' এইসব অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায়। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিবেদন লিখতে যথার্থ সহযোগিতা করেছেন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোহিত, তৃণমূল কর্মী, বাউল শিল্পী, পুজো দেখার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন এই প্রতিবেদককে। কলকাতার ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'আলিপুর বার্তা'–র মাধ্যমে তিনি সকল পাঠককে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির তরফ থেকে মৃন্ময়ীমায়ের রূপ দর্শণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এইভাবেই শেষ হয়ে যায় দুর্গোৎসব। আবার এক বছরের অপেক্ষা।

৫০৯ বছরে বসু বাড়ির দুর্গাপুজো

মলয় সুর, চন্দননগর : চন্দননগরে মলিসানী গড়ের ধারে বোসপাড়ার বসু পরিবারের দুর্গাপুজো জেলার প্রাচীনতম পুজোগুলির মধ্যে এলাকার অন্যতম। শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের দিক থেকে নয়। অভিনবত্ব আছে এই পুজোর প্রতিমাতেও। ৫০৯ বছরের পুরনো দুর্গাপুজো। বসু পরিবারের স্বর্গত করুণা বসু ইংরাজি ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে বাড়িতে পৈত্রিক বিগ্রহাদি স্থাপন ও প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন। সাত পুরুষের এই পুজো। এদেরই পরিবারের বংশধররা কলকাতার শরৎ বসু রোডে (ল্যান্সডাউন) বাড়িতে পুজো করেন। তিন চালা প্রতিমা তৈরি হয় বাড়ির পুরনো দুর্গা দালানে। আগের ইতিহাস বলে বসু পরিবার একসময় জমিদার বাড়ি ছিল। জমিদারি চলে গেলেও প্রাচীন রীতিনীতি মেনে আজও ভক্তি সহকারে দুর্গাপুজো হয় বসুবাড়িতে।

জমিদার বাড়ির নিদর্শন আজও বাড়ির কিছু অংশে বিরাজ করছে। বিশেষ করে বিশাল সিংহ দরজা এবং বিরাট বিরাট থামগুলো। চন্দননগরে বসু বাড়ির সদস্য অনিল ঘোষ জানালেন, প্রতিবছর রথ পুজোর দিন প্রতিমার কাঠামো পুজো হয়। তবে আগে জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হত। এখানে মৃৎশিল্পী গোকুল পাল প্রতিমা তৈরি করেন। বাড়িতে বিগ্রহ ও কষ্টি পাথর ও অষ্টধাতুর তৈরি শিব ও মদনমোহন মূর্তির নিত্যপুজো হয়। মহালায়ার পরের দিন থেকে পিতৃপক্ষের শেষদিন। দেবীপক্ষ শুরু হয়। প্রতিপদে বোধন ও চন্ডীপাঠ এবং মায়ের 'কল্প' শুরু হয়। এ বাড়ির প্রতিমার অঙ্গে শোভা পায় সোনার নথ, দুল, টিপ, গলার হার।

সপ্তমীর দিন কলা বউ স্নান করানো হয় সরস্বতী নদী থেকে। পুজোতে পশুবলি নিষিদ্ধ। আগে বাড়িতে চারদিন থিয়েটার, গানবাজনা, নাটক হতো। এখন সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে আচার অনুষ্ঠান নিয়ম কানুন সবই আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। এখনও নবমীতে অতিথি অভ্যাগত আত্মীয়–স্বজনদের পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা হয়। সেই সময় এলাকার মানুষের পুজোর দিনগুলিতে এলাহি ভোজনের ব্যবস্থা করা হত। এখানে বাঁকুড়ার ইন্দাস থেকে ৪ জন ঢাকি আসেন। ২ জন পুরোহিত এদের মধ্যে দুর্গা মুখোপাধ্যায় রয়েছেন। দশমীর দন খলিসানী বিশালাক্ষী মন্দিরে ধূপ–ধুনো কাপড় শাখা সিঁদুর দিয়ে পুজোর রীতি রয়েছে। তবে আগে প্রতিমার সামনে দশমী পুজো হওয়ার পর বিশালাক্ষ্মী তলায় শুরু হয় পুজোর কদিন সন্ধ্যায় আরতি দেখার মতো। পুজোর পরিবেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অষ্টমীর দিন হয় কুমারী পুজো। বিজয়া দশমীতে প্রতিমার ঘট ভাসান হয় সরস্বতী নদীতে এবং প্রতিমা বিসর্জন হয় গঙ্গায়। এদের বংশধররা হীরেন বসু, দেবকুমার বসু, সন্দীপ বসু, জহর বসু, বিশ্বজিৎ বসু পুজোর সময় এক জায়গায় মিলিত হয়ে পুজোর আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। এখানে অসুরের গায়ের রং গাঢ় সবুজ হয়। দশমীর সন্ধ্যায় বাড়ির বউরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এই কটা দিন হই হই করে কেটে যায়। প্রতি বছর এই কটা দিনের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা। পাঁচশত বর্ষ অতিক্রান্ত এই পুজো শুধু পারিবারিক নয়। গোটা এলাকার সামাজিক মেলবন্ধনের মাধ্যম।

চন্দননগর

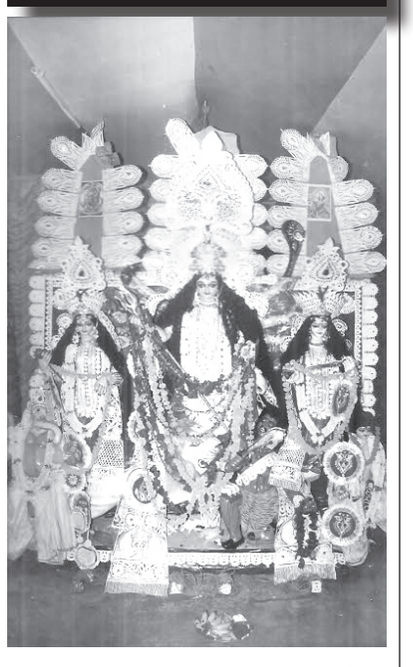

দঃ ২৪ পরগনা জেলায়
চমক
জগৎ যদি এত বড়!
ধাত্রী তাহলে কত বড়!!

২৪তম বর্ষে বৃহত্তম জগদ্ধাত্রী আরাধনায়
ডোঙাড়িয়া তরুণ সংঘ
ডোঙাড়িয়া, মনসাতলা
মিডিয়া পার্টনার
আলিপুর বার্তা
৫০ বছরের ঐতিহ্যবাদী সংবাদপত্র

কলকাতার ড্রয়ে বোধন আইএসএলের

অরিঞ্জয় মিত্র

কলকাতার বেশ কিছু নামিদামি স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান একসময় হত যে মাঠে, কলকাতা লিগের নিচের ডিভিশনের খেলা অনুষ্ঠিত হত যে জায়গায় সেখানে একধাপে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল টুর্নামেন্ট আইএসএলের বোধন ঘটে গেল। উদ্বোধন হয়ে গিয়েছিল গত শনিবারেই। রবিবারের রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে তাই বোধন পর্ব বলা যেতেই পারে। তাও আবার গতবারের দুই ফাইনালিস্ট মুখোমুখি প্রথম ম্যাচেই। সেই অর্থে আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন দল চেন্নাইকে রুখে দিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিল কলকাতার এটিকে তা বলা যেতেই পারে। অবশ্য লড়াইয়ের বিচারে দুই প্রতিপক্ষই ছিল সমানে-সমানে। সেদিক থেকে ড্রটাই ম্যাচের যোগ্য ফলাফল। প্রথম ম্যাচের নিরিখে অ্যাটলেটিকো কলকাতার পারফরমেন্স কাঁটাছেড়া করতে গেলে দেখা যাবে গতবারের দল মোটের ওপর ধরে রাখলেও প্রথম ম্যাচে সবাই নিজের সেরাটা বের করতে পারেননি। হয়তো বের করেননি। কারণ এখনও লিগের অনেকটাই বাকি। যত ম্যাচ গড়াবে তত হয়তো নিজেদের দাঁত নখ বের করবেন এটিকে তারকারা। যদিও প্রথম ম্যাচে দলের বিদেশি তারকাদের নড়াচড়া দেখলে হতাশ হতে হচ্ছে। তাও বা পোস্টিগা, দ্যুতি একটু ভালোর দিকে হলেও বোরহা এবং হিউমের অবস্থা তো তথৈবচ। বোরহা ফার্নান্ডেজকে তো দেখা গেল মাঠের মধ্যে একরকম দাঁড়িয়ে থাকতে। হিউম তাও পেনাল্টিতে একটা গোল করলেন। দ্যুতিও গোল পেলেন প্রথম ম্যাচেই।

বস্তুত তিনি যে এটিকের সম্পদ তা গতবার থেকেই ভালো বোঝা গিয়েছে। সঙ্গে পোস্তিগা ফর্মে থাকলে তো কথাই নেই। নতুন কোচ মলিনার পরীক্ষা হয়তো প্রথম ম্যাচেই হল না। গোটা টুর্নামেন্টে তাঁর প্রশিক্ষণে এটিকে কেমন খেলে তা বিচার করে তবেই সিদ্ধান্তে আসা যাবে। আস্তনিও হাবাসের চেয়ে ভালো না খারাপ তার প্রমাণও মিলবে তখনই।

ঘরের ছেলেদের মধ্যে প্রবীর, অর্ণব, দেবজিতদের ওপর অনেক আশা টিম ম্যানেজমেন্টের। প্রথম ম্যাচে এরা যে খুব খারাপ খেলেছে তা নয়। তাও আহামরি কিছু বলা যাচ্ছে না। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এই দেশি সাহেবদের। এটুকু বোধ এদের নিশ্চিতভাবে আছে যে ক্লাবের হয়ে আই লিগ বা ফেডারেশনে তারা যা করেছেন তা ইতিহাস। বিদেশিদের সঙ্গে টক্কর নিয়ে কিভাবে মেলে ধরতে পারছেন সেদিকে তাকিয়ে গোটা দেশ। ফলে নিজেদের আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এই মঞ্চ কখনই উপেক্ষা করার মতো নয়। মাতারাজ্জির চেন্নাইয়ের হয়ে গলা ফাটাতে এদিন মাঠে হাজির ছিলেন অভিষেক বচ্চনের মতো সুপারস্টার। অন্যদিকে ঘরের টিম এটিকের হয়ে পুরোদমে সমর্থন উজার করে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (যিনি একাধারে এটিকের মালিকও বটে) এবং অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র সরোবরের মতো ছোট মাঠ যেখানে সাকুল্যে ১৩ হাজার দর্শক ধরে সেখানে মাত্র হাজার সাতেক দর্শকের উপস্থিতি সংগঠকদের হৃৎচাপ বাড়িয়ে তুলেছে নিঃসন্দেহে। আসলে অপরিকল্পনার ফসলজাত এই স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজন করার কষ্ট এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তারা। এখন মাথা চাপড়ে লাভ নেই অবশ্য। কারণ শিডিউল অনুযায়ী অন্যত্র ম্যাচ নিয়ে যাওয়ার জো নেই। তাই কপাল ঠুকে এখানেই খেলা চালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু রাতের রবীন্দ্রসরোবর সাধারণের জন্য খুব একটা নিরাপদ জায়গা এটা বোধহয় কলকাতার অতি বড় প্রশংসকও বলবেন না। দুবারের চ্যাম্পিয়ন এবং গতবারের রানার-আপ অ্যাটলেটিকো এবার কতদূর যায় সেদিকে অন্য কারণেও সবার নজর থাকবে। তা হল হাবাস পরবর্তী দলের ফোকাস কি একইরকম থাকছে। হাবাস গত দুবছরে দলের মধ্যে একটা ছন্দ এনে দিয়েছিলেন । তাছাড়া নিয়মিত জয়ের মধ্যে থাকার অভ্যেস গড়ে উঠেছিল। এইদিকটা কতটা ধরে রাখতে পারেন নয়া কোচ মলিনা সেটাও দেখার। সৌরভ এবং অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট সদস্যরা চাইবেন হাবাস ছাড়াও আইএসএল জিতে দেখাতে। নচেৎ এই কোচের বিদায় ত্বরান্বিত করতেও সময় লাগবে না কর্তাদের।

চলো খেলি নাম তুলি

সুদীপ কুমার দাস, হাওড়া : পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে হাওড়ায় শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে ২৫ সেপ্টেম্বর 'চলো খেলি, নাম তুলি' নামে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন হয়। নির্বাচন কমিশন একাদশ বনাম কলকাতা ও হাওড়া প্রেস ক্লাব একাদশ-এর নির্ধারিত সময়ে খেলার মীমাংসা না হওয়ায় ট্রাইবেকারে হাওড়া প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে দেবাশিস সেনগুপ্ত ১টি গোল করায় ফলাফল ১-০ গোলে শেষ হয়। স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুনীল গুপ্ত, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার ডি পি সিং, জেলাশাসক শুভাঞ্জন দাস, হাওড়া প্রেস ক্লাবের সম্পাদক দেবাশিস দাস সহ বহু সাংবাদিক। গত ৭ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন তালিকার সংশোধনে অংশ গ্রহণ বাড়াবার জন্য এই সচেতনতামূলক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন।

আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

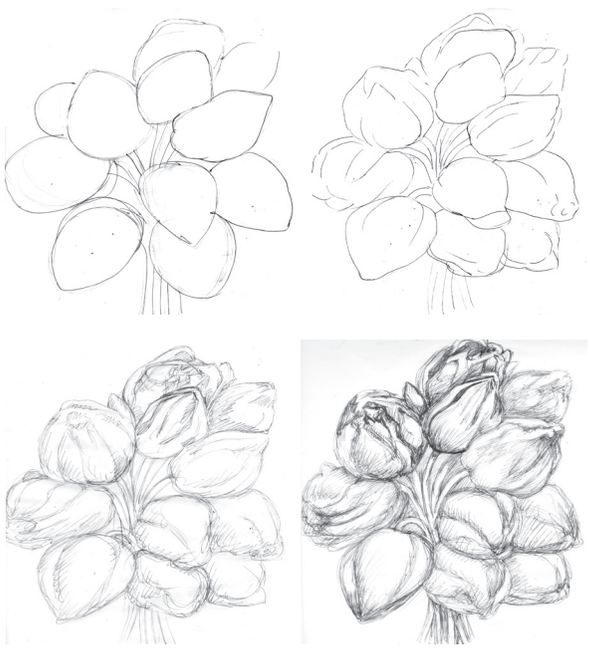

মনের খেয়াল

টিট ফর ক্যাট

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

নিচে নামতে নামতে বিড়ালের ডাক শুনে গাবলু থমকে দাঁড়াল। একটা বিড়াল সিঁড়ির তিনতলার জানলার বাইরে রাখা ময়লা ঘাঁটাঘাঁটি করছে। বিড়ালটা গাবলুর দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। গাবলুর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এল। ও জানালার পাল্লাটা বন্ধ করে দিল। তারপর নিচে নেমে স্কুলের গাড়িতে বসল। শুনতে পেল যে বিড়ালটা তারস্বরে মিউ মিউ করে ডাকছে।

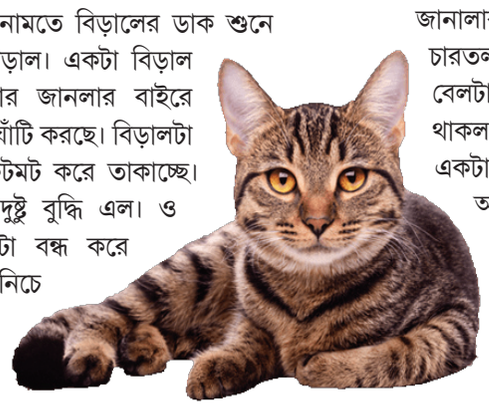

স্কুল থেকে ফিরে গাবলু দেখল যে ওই জানালার পাল্লাটা খোলা। চারতলায় পৌঁছে নিজের বাড়ির বেলটা বাজিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। আর তখনই কোথা থেকে একটা বিড়াল এসে গাবলুর পায়ে আঁচড়ে আর কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে পালিয়ে গেল। মা দরজাটা খুলতেই গাবলু কাঁদতে শুরু করল। ওর পা থেকে তখন রক্ত ঝরছে।

অনুরূপ দাস, চতুর্থ শ্রেণি, নুঙ্গি হাই স্কুল

Lions Sharad Shamman '16

Lions Club of Kolkata Care

LIONS CLUBS INTERNATIONAL, DIST. 322C1

WELFARE & WELLNESS (A PROJECT OF LIONS CLUB OF KOLKATA CARE)

Well Wishers

Lion Atrayee Dutta (President), Lion Kanak Ballav Saha (Treasurer), Lion P.K. Desarkar (Secretary), Lion Goutam Dutta, Piyush Chatterjee-(Convernors), Lion Subhendu Barik, Lion Aneeta Chandra, Lion Pranab Bhusan Guha, Lion Dr. Gautam Das, Lion Tapan Ghosh, Lion Jaya Sarkar, Lion Malay Mondal, Lion Manoj KumarMishra, Lion Anand kumar Dewan, Lion Dr. Ashim Das, Lion Amit Kumar, Lion Md. Shams Khan

Sponsored By :-

MediQ DIAGNOSTIC SERVICES Quest For Quality Life An ISO 9001:2008 Certified Laboratory
Pathology * Digital X Ray * Ultrasonography
E.C.G *Echo cardiography * Colour Doppler
P.F.T. *EEG * NCV * EMG * Holter
Call : 98305 35271 / 98305 35254

Welfare & Wellness (A PROJECT OF LIONS CLUB OF KOLKATA CARE)
Polyclinic * Dental Clinic
Managed by : MediQ DIAGNOSTIC SERVICES
Free Home Sample Collection T & C Apply
Call : 98305 35271 / 98305 35254

LEATHER GALAXY
Retailers, Wholesalers & Exporters of all ladies And Gents Leather Accessories and bags
Ph: 033-2343-1942, 9331028625
8820066706, 8100616760
146, Giridra sekar Bose Road,
Opposite Sbi (Picnic Garden Branch Kol-39

PRERANA & PRAGATI
Manufacturer and Exporter of leather Goods
w.w.w. preranaandpragati.com
Ph: 033-2343-1942, 9331028625
8820066706, 8100616760
Office - 146, Dr. G.S Bose Road, Kolkata- 700039
Factort - 145, Dr. G.S Bose Road, Kolkata- 700039

MEDIA PARTNER
50 আলিপুর বার্তা 1966-2016
ALIPUR BARTA

FOR ANY ENQUIRY, PLEASE CONTACT
Piyush Chatterjee - 9874050071
Goutam Dutta - 99031 27470 / 82961 70336
Atrayee Dutta - 98040 75591 / 72787 79415 (Whatsapp)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com